# ২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকের বাজেট বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

জানুয়ারি ২০২৩

অর্থ বিভাগ
অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অর্থ বিভাগের ওয়েব সাইট: www.mof.gov.bd

# ২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকের বাজেট বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

**আ হ ম মুস্তফা কামাল** এফসিএ, এমপি
**মন্ত্রী**
**অর্থ মন্ত্রণালয়**

# সূচিপত্র


| ক্রমিক নং | বিষয় | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| ১. | ২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকের বাজেট বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন | ১-৩০ |
| পরিশিষ্ট | ২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকের বাজেট বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন | ৩৩-৪৪ |
| ক) | রাজস্ব পরিস্থিতি | ৩৫-৩৭ |
| খ) | সরকারি ব্যয় পরিস্থিতি | ৩৮-৪০ |
| গ) | বাজেট ভারসাম্য ও অর্থায়ন | ৪১ |
| ঘ) | মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি | ৪২ |
| ঙ) | বৈদেশিক খাত | ৪৩ |
| চ) | মূল্যস্ফীতি | ৪৪ |

# সরকারি অর্থ ও বাজেট ব্যবস্থাপনা আইন, ২০০৯ এর ১৫(৪) ধারার বিধানমতে চলতি ২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকের বাজেট বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

**মাননীয় স্পিকার**

১। প্রতিবেদনের প্রারম্ভে আমি গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে; যিনি আমাদের উপহার দিয়েছেন একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র এবং জীবন দিয়ে উৎসর্গ করেছেন এদেশের প্রতি তাঁর ভালোবাসার শেষ বিন্দুটুকু। গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করছি পঁচাত্তরের পনেরো আগস্টের কালরাতে শাহাদাত বরণকারী বঙ্গমাতা ফজিলাতুন্নেসা মুজিবসহ জাতির পিতার পরিবারবর্গকে। স্মরণ করছি অমর একুশের শহিদদের, একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধের ত্রিশ লক্ষ শহিদ এবং নির্যাতিতা দুই লক্ষ মা-বোনকে। কৃতজ্ঞতায় স্মরণ করছি শহিদ জাতীয় চার নেতাকে।

২। বাংলাদেশে এক অপার সম্ভাবনার দেশ। ২০০৮ সালে আমাদের সরকার ক্ষমতায় আসার পর হতে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও আর্থসামাজিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রভূত অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। কোভিড-১৯ ও রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ উদ্ভূত অর্থনৈতিক সংকট হতে উত্তরণ, কোভিড-১৯ মোকাবেলায় প্রণোদনা প্যাকেজসমূহের বাস্তবায়ন, অগ্রাধিকারভুক্ত প্রকল্পসমূহের কাজ সময়মত সম্পন্ন করা, সামাজিক নিরাপত্তার আওতা সম্প্রসারণ, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে গতিসঞ্চার, ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি, কৃষিখাতে প্রণোদনা প্রদানসহ সর্বোপরি অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারাবাহিকতা রক্ষায় সরকার অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে কাজ করে চলেছে। দীর্ঘ ১৪ বছরের পথ পরিক্রমায় আমরা ইতোমধ্যে নিম্ন আয়ের দেশ হতে মধ্যম আয়ের দেশে উত্তীর্ণ হয়েছি এবং স্বল্পোন্নত দেশ হতে 'উন্নয়নশীল' দেশে উত্তরণের যোগ্যতা অর্জন

করেছি। স্বাধীনতার চেতনা সমুন্নত রাখতে ও জাতির পিতার স্বপ্নের 'সোনার বাংলা' বিনির্মাণের লক্ষ্যে আমরা স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি বিভিন্ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছি। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (জুলাই ২০২১-জুন ২০২৫) এবং ২য় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-২০৪১)-এর বাস্তবায়নের কাজ চলমান রয়েছে। পাশাপাশি, টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট, ২০৩০ এবং ব-দ্বীপ পরিকল্পনা, ২১০০ বাস্তবায়নের কাজও এগিয়ে চলেছে। আমরা ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি সুখি ও সমৃদ্ধ উন্নত দেশে রুপান্তর করার লক্ষ্যে কাজ করছি।

৩। বিগত কয়েকবছর ধরে বৈশ্বিক অর্থনীতিতে একধরনের অস্থিতিশীলতা বিরাজ করছে। কোভিড-১৯ অতিমারি শুরুর পূর্বে বাংলাদেশের অর্থনীতি উচ্চ প্রবৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রেখেছিল। যেমন, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে রেকর্ড ৭.৮৮ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছিল। ২০২০ সালে দারিদ্র্য ও অতি দারিদ্র্যের হার কমে যথাক্রমে ২০.৫ ও ১০.৫ শতাংশে নেমে আসে। এছাড়া গড় আয়ু, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের বিভিন্ন সূচকে বাংলাদেশ অগ্রগতি সাধন করে। কিন্তু পরবর্তীতে করোনাভাইরাস অতিমারির প্রাদুর্ভাবজনিত ঋণাত্মক প্রভাবের ফলে সাময়িকভাবে হলেও অর্থনৈতিক স্থবিরতা দেখা দেয়। যেমন, ২০১৯-২০ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধির হার কমে ৩.৪৫ শতাংশ হয়। এ অতিমারি মোকাবেলায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিকনির্দেশনা ও সরাসরি তত্ত্বাবধানে আমরা একটি সমন্বিত অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার পরিকল্পনা গ্রহণ করি। এর অধীনে সরকার ২০২০ সালের এপ্রিল হতে শুরু করে ২০২২ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ২ লক্ষ ৩৭ হাজার ৬৭৯ কোটি টাকার (যা জিডিপির ৫.৯৮ শতাংশ) ২৮টি প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়ন করছে। সরকারের নেয়া এ সকল কার্যক্রমের ফলে অর্থনীতি দ্রুত ঘুরে দাঁড়ায় এবং সর্বশেষ ২০২১-২২ অর্থবছরে ৭.২৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধি (সাময়িক হিসাবে) অর্জিত হয়। তবে চলমান রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের ফলে বিশ্বব্যাপী তেল, গ্যাসসহ বিভিন্ন ভোগ্যপণ্য এবং গম, ভোজ্যতেলসহ প্রধান খাদ্যপণ্যের মূল্য বৃদ্ধির ফলে উন্নত দেশসমূহে মূল্যস্ফীতি সৃষ্টি হয়েছে এবং বৈশ্বিক

অর্থনীতিতে পুনরায় নানাবিধ বিরূপ প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে, যা থেকে বাংলাদেশও মুক্ত নয়। তবে আমি আশাবাদী এ সকল বৈরি পরিস্থিতি মোকাবেলা করে দেশ সামষ্টিক অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সামনে এগিয়ে যেতে পারবে। একইসাথে বর্তমান সরকার আর্থসামাজিক উন্নয়নের সকল সূচকে এগিয়ে যাওয়ার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করে।

**মাননীয় স্পিকার**

৪। এ পর্যায়ে আমি চলতি অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকের সামষ্টিক অর্থনীতির গতি-প্রকৃতির উপর আলোকপাত করতে চাই। চলতি অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে রাজস্ব আয়, প্রবাস আয় ও রপ্তানির প্রবৃদ্ধি, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির ব্যয়, ব্যাপক মুদ্রা সরবরাহ প্রভৃতি মৌলিক সামষ্টিক অর্থনৈতিক চলকসমূহের অবস্থান সন্তোষজনক। লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী রাজস্ব আহরিত হয়েছে। আমদানি-রপ্তানি আয় উভয়ক্ষেত্রেই ধনাত্মক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। ফলে চলমান অর্থবছরে আমাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জিত হবে বলে আমি আশা প্রকাশ করছি।

**মাননীয় স্পিকার**

৫। আমি এখন পর্যায়ক্রমে চলতি অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকের বাজেট বাস্তবায়নের অগ্রগতি এবং দেশের সামষ্টিক অর্থনীতির গতি-প্রকৃতির ওপর আলোকপাত করব। প্রথমেই সামষ্টিক অর্থনীতির উল্লেখযোগ্য চলকসমূহের অগ্রগতির একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ মহান জাতীয় সংসদে পেশ করতে চাই।

**এক নজরে ২০২২-২৩ অর্থবছরের জুলাই-সেপ্টেম্বর সময়ে সামষ্টিক অর্থনীতির গতিপ্রকৃতি:**

৬। ২০২১-২২ অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকের (জুলাই-সেপ্টেম্বর) তুলনায় ২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে

- ✓ বৈশ্বিক অর্থনৈতিক অস্থিরতার কারণে দেশেও কিছুটা অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ বিরাজমান থাকলেও রাজস্ব আদায়ে উর্ধ্বগতি অব্যাহত রয়েছে। এনবিআর এর তথ্যমতে প্রথম প্রান্তিকে এনবিআর কর রাজস্ব আদায়ে প্রবৃদ্ধি চলমান অর্থবছরে ১৯.৩৩ শতাংশ যা বিগত অর্থবছরের একই সময়ে ১৮.৭২ শতাংশ ছিল;

- ✓ মোট সরকারি ব্যয় হয়েছে ১১.১৪ শতাংশ যা ২০২১-২২ অর্থবছরের একই সময়ে ছিল ১১.৯০ শতাংশ;

- ✓ বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) এর তথ্য অনুযায়ী চলতি অর্থবছরের জুলাই-সেপ্টেম্বর সময়ে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের হার দাঁড়িয়েছে মোট বরাদ্দের ৮.৫৫ শতাংশে, যা বিগত অর্থবছরের একই সময়ে ছিল ৮.২৬ শতাংশ।

- ✓ আমদানি ব্যয় বেড়ে যাওয়ায় বিগত অর্থবছরে চলতি হিসাব ভারসাম্যে বিপুল ঘাটতিজনিত কারণে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ কমে গিয়ে ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২২ তারিখে দাঁড়িয়েছে ৩৬.৪৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২১ তারিখে ছিল ৪৬.২২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার;

- ✓ প্রবাস আয়ের ক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৪.৮৯ শতাংশ, যেখানে বিগত অর্থবছরের একই সময়ে ১৯.৪৪ শতাংশ ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধি হয়েছিল;

- ✓ রপ্তানি আয়ের ক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১৩.৩৮ শতাংশ। বিগত বছরের এ সময়ে প্রবৃদ্ধির হার ছিল ১১.৩৭ শতাংশ। রপ্তানি বাণিজ্যের ধনাত্মক প্রবৃদ্ধি আমাদের অর্থনীতিকে সামনে এগিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ চলক হিসেবে কাজ করবে;

- ✓ আমদানি ব্যয় (সিএন্ডএফ) ১১.৬৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে যা বিগত অর্থবছরের একই সময়ে ৪৭.৫৬ শতাংশ ছিল। কোভিড-১৯ পরবর্তী সময়ে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড স্বাভাবিক হয়ে আসা এবং মধ্যবর্তী পণ্য ও মূলধনী যন্ত্রপাতির আমদানি বেড়ে যাওয়ায় আমদানি ব্যয় বিগত অর্থবছরের একই সময়ে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছিল। তবে বর্তমানে বিলাস দ্রব্যের আমদানি পরিহার করা এবং সরকারের কৃচ্ছ্রসাধনের কারণে আমদানি ব্যয় হ্রাস পেয়েছে;

- ✓ জুলাই-সেপ্টেম্বর সময়ে ১৮.৫৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের আমদানি ঋণপত্র খোলা হয়েছে যা বিগত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৪.৫৭ শতাংশ কম;

- ✓ বার্ষিক গড় মূল্যস্ফীতি সেপ্টেম্বর ২০২১ এর ৫.৫০ শতাংশের তুলনায় সেপ্টেম্বর ২০২২ সময়ে হয়েছে ৬.৯৬ শতাংশ। অন্যদিকে পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট মূল্যস্ফীতি সেপ্টেম্বর ২০২১ এর ৫.৫৯ শতাংশের তুলনায় সেপ্টেম্বর ২০২২ সময়ে ৯.১০ শতাংশ হয়েছে।

**মাননীয় স্পিকার**

৭। চলতি ২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকের বাজেট বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন উপস্থাপনের শুরুতেই আমি দৃষ্টি দিতে চাই সরকারের রাজস্ব আহরণ ও ব্যয় পরিস্থিতির দিকে। এরপর, দেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির সাম্প্রতিক চিত্র মহান সংসদে তুলে ধরার চেষ্টা করব। সবশেষে, এবারের বাজেটে গৃহীত কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গীকার বাস্তবায়নে সেপ্টেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত সাধিত অগ্রগতির ওপর কিছুটা আলোকপাত করব। এছাড়া, প্রতিবেদনের শেষে 'পরিশিষ্ট' হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে প্রথম প্রান্তিকে সরকারের আয়-ব্যয়ের গতিধারা এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির চিত্র।

**মাননীয় স্পিকার**

**২০২১-২২ অর্থবছরের রাজস্ব আহরণ পরিস্থিতি**

৮। আমি এখন বিগত ২০২১-২২ অর্থবছরের রাজস্ব আহরণ পরিস্থিতির ওপর সংক্ষেপে আলোকপাত করতে চাই। গত ২০২১-২২ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে মোট রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৩ লক্ষ ৮৯ হাজার কোটি টাকা (জিডিপির ৯.৮ শতাংশ)। অর্থবছর শেষে মোট রাজস্ব আহরণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩ লক্ষ ৩৭ হাজার ৮০৩ কোটি টাকা (জিডিপি'র ৮.৫ শতাংশ), যা সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রার প্রায় ৮৬.৬ শতাংশ। উল্লেখ্য, পূর্ববর্তী ২০২০-২১ অর্থবছরের তুলনায় ২০২১-২২ অর্থবছরে মোট রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধির হার হয়েছে ২.৬১ শতাংশ। তবে একই সময়ে কর রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধির হার ১০.৫২ শতাংশ।

**অর্থবছর ২০২২-২৩: প্রথম প্রান্তিকের রাজস্ব আহরণ পরিস্থিতি**

৯। এবার দৃষ্টি ফেরাতে চাই চলতি ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেটে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে প্রথম প্রান্তিকের রাজস্ব আহরণ পরিস্থিতির দিকে। ২০২২-২৩ অর্থবছরের রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৪ লক্ষ ৩৩ হাজার ৩ কোটি টাকা (জিডিপির ৯.৭ শতাংশ)। প্রথম প্রান্তিকে আহরিত রাজস্বের পরিমাণ ৮৩ হাজার ৫৩৪ কোটি টাকা, যা বাজেটের লক্ষ্যমাত্রার ১৯.৩০ শতাংশ। প্রথম প্রান্তিকে রাজস্ব আহরণের পরিমাণ বিগত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ১৪.৮ শতাংশ বেশি। এ সময়ে কর রাজস্ব আহরণের পরিমাণ ১৫.২ শতাংশ এবং কর বহির্ভূত রাজস্ব আহরণের পরিমাণ ১১.৬ শতাংশ বেড়েছে। সামগ্রিক ভাবে মূসক আদায়ে ইএফডি মেশিনের ব্যবহার বৃদ্ধি করার উদ্যোগ গ্রহণ, আয়কর এর ক্ষেত্রে বিভিন্ন সেবা গ্রহণের পূর্বশর্ত হিসাবে প্রুফ অফ রিটার্ন সাবমিশন বাধ্যতামূলক করা ও রিটার্ন ফরম সহজীকরণ, আয়কর ও মূসক রাজস্ব আহরণের জন্য অটোমেটেড চালান পদ্ধতি চালুকরণ, কাস্টমস বন্ড ব্যবস্থার অটোমেশন এবং রাজস্ব বিভাগের সকল ক্ষেত্রে কার্যকর নিরীক্ষা ব্যবস্থা চালুর উদ্যোগ গ্রহণের ফলে ২০২২-২৩ অর্থবছরে রাজস্ব আহরণ আশানুরুপ হারে বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়।

**মাননীয় স্পিকার**

**২০২১-২২ অর্থবছরের সরকারি ব্যয় পরিস্থিতি**

১০। আমি এখন সরকারের ব্যয় পরিস্থিতির দিকে আলোকপাত করতে চাই। ২০২১-২২ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে মোট ব্যয়ের প্রাক্কলন করা হয়েছিল ৫ লক্ষ ৯৩ হাজার ৪৯৯ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১৪.৯৩ শতাংশ); এর মধ্যে পরিচালনসহ অন্যান্য ব্যয় ৩ লক্ষ ৮৩ হাজার ৫২২ কোটি টাকা এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির ব্যয় ২ লক্ষ ৯ হাজার ৯৭৭ কোটি টাকা। পরিচালনসহ অন্যান্য ব্যয় হয়েছে ৩ লক্ষ ২৮ হাজার ৯৮ কোটি টাকা যা সংশোধিত বরাদ্দের প্রায় ৮৫.৫ শতাংশ এবং ২০২০-২১ অর্থবছরের তুলনায় প্রায় ১০ শতাংশ বেশি। করোনা পরিস্থিতি মোকাবেলায় সরকার স্বাস্থ্যখাতে জনবল বৃদ্ধি, চিকিৎসা যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম, ঔষধ ক্রয় ইত্যাদি খাতে অতিরিক্ত বরাদ্দ প্রদান করেছে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এ পর্যন্ত ২ লক্ষ ৩৭ হাজার ৬৭৯ কোটি টাকার ২৮টি প্রনোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেছেন যার ৪৯.৩৮ শতাংশ সরাসরি বাজেট বরাদ্দের মাধ্যমে এবং ৫০.৫২ শতাংশ বাংলাদেশ ব্যাংক ও বাণিজ্যিক ব্যাংকের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) ব্যয় হয়েছে হয়েছে ১ লক্ষ ৯৩ হাজার ২৭৯ কোটি টাকা যা সংশোধিত বরাদ্দের প্রায় ৯২.০ শতাংশ এবং ২০২০-২১ অর্থবছরের এডিপি ব্যয় অপেক্ষা ২০.৫ শতাংশ বেশি। সার্বিকভাবে ২০২১-২২ অর্থবছরে মোট ব্যয় হয়েছে ৫ লক্ষ ২১ হাজার ৩৭৭ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১৩.১১ শতাংশ), যা ২০২০-২১ অর্থবছরের তুলনায় ১৩.৮ শতাংশ বেশি।

**অর্থবছর ২০২২-২৩: প্রথম প্রান্তিকের সরকারি ব্যয় পরিস্থিতি**

১১। চলতি ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেটে মোট ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৬ লক্ষ ৭৮ হাজার ৬৪ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১৫.২৪ শতাংশ)। এর মধ্যে পরিচালনসহ অন্যান্য ব্যয় ৪ লক্ষ ৩১ হাজার ৯৯৮ কোটি টাকা (জিডিপি'র ৯.৭১ শতাংশ) এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির ব্যয় ২ লক্ষ ৪৬ হাজার ৬৬ কোটি টাকা (জিডিপি'র ৫.৫৩ শতাংশ)। প্রথম প্রান্তিকে মোট ব্যয় হয়েছে ৭৫ হাজার ৫৩৭ কোটি

টাকা (বাজেটের ১১.১৪ শতাংশ)। এর মধ্যে পরিচালনসহ অন্যান্য ব্যয় ৬৩ হাজার ২৫১ কোটি টাকা (বাজেটের প্রায় ১৪.৬৪ শতাংশ)। সার্বিকভাবে, চলতি অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে গত অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকের তুলনায় মোট ব্যয় ৫.১৩ শতাংশ এবং পরিচালনসহ অন্যান্য ব্যয় ৬.৭৯ শতাংশ বেড়েছে, তবে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ব্যয় ২.৬৬ শতাংশ কমেছে।

১২। ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১০টি বৃহৎ মন্ত্রণালয় যথা: স্থানীয় সরকার বিভাগ, বিদ্যুৎ বিভাগ, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, রেলপথ মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, সেতু বিভাগ, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, এবং নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় এর অনুকূলে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির ৭০.৮ শতাংশ বরাদ্দ করা হয়েছে; অন্যান্য বিভাগ ও মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে বরাদ্দ করা হয়েছে ২৯.২ শতাংশ। আইএমইডি'র তথ্যানুসারে প্রথম প্রান্তিকে ১০টি মন্ত্রণালয়ের ব্যয় হয়েছে বার্ষিক বরাদ্দের ৯.২ শতাংশ; অন্যান্য বিভাগ ও মন্ত্রণালয়ের ব্যয় হয়েছে বার্ষিক বরাদ্দের ৭.০ শতাংশ। আইএমইডি এর তথ্য অনুযায়ী সার্বিকভাবে চলতি অর্থবছরের প্রথম তিন মাসে মোট বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ব্যয় বিগত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ১১.৯ শতাংশ বেড়েছে।

**মাননীয় স্পিকার**

**বাজেট ঘাটতি পরিস্থিতি**

১৩। চলতি ২০২২-২৩ অর্থবছরে বাজেট ঘাটতি প্রাক্কলন করা হয়েছে ২ লক্ষ ৪৫ হাজার ৬১ কোটি টাকা যা অনুমিত জিডিপি'র ৫.৫১ শতাংশ। ঘাটতি অর্থায়নে বৈদেশিক সূত্র হতে জিডিপি'র ২.২২ শতাংশ এবং অভ্যন্তরীণ সূত্র হতে জিডিপি'র ৩.২৯ শতাংশ সংস্থানের পরিকল্পনা রয়েছে। চলতি অর্থবছরের জুলাই-সেপ্টেম্বর সময়ে বাজেট উদ্বৃত্ত (অনুদান ছাড়া) দাঁড়িয়েছে ৮ হাজার ১৫৫ কোটি টাকা; বিগত অর্থবছরে একই সময়ে বাজেট উদ্বৃত্ত ছিল ৯৫১ কোটি টাকা। চলতি অর্থবছরের প্রথমার্ধে অভ্যন্তরীণ উৎস হতে পুঞ্জিভূত ঋণের বিপরীতে নীট ৯ হাজার ৯৭১ কোটি টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। তবে বৈদেশিক উৎস হতে নীট ১ হাজার ৬৭৯ কোটি টাকা অর্থায়ন করা হয়েছে।

**মাননীয় স্পিকার**

**মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি**

১৪। করোনার প্রভাব কাটিয়ে অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার কার্যক্রম শক্তিশালী হলেও রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ ও রাশিয়ার উপর বিভিন্ন অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞার কারণে জ্বালানি তেল এবং প্রাকৃতিক গ্যাসের আন্তর্জাতিক বাজার অস্থিতিশীল হয়ে উঠলে বাংলাদেশেও জ্বালানি তেলের মূল্য সমন্বয় করতে হয়েছে। তাছাড়া আন্তর্জাতিক বাজারে ভোজ্য তেল, গম ও সারসহ বিভিন্ন খাদ্যপণ্য, ভোগ্যপণ্য, শিল্পের কাঁচামালের দামসহ আন্তর্জাতিক পরিবহন খরচ বৃদ্ধি পাওয়ায় দেশের অর্থনীতিতে আমদানিজনিত মূল্যস্ফীতির চাপ অনুভূত হয়। এমতাবস্থায়, মূল্যস্ফীতির চাপ প্রশমনের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংক নীতি সুদহার বাড়ানোর মাধ্যমে সংকোচনমূলক মুদ্রানীতির পথ অনুসরণ করে। তাছাড়া, আমদানি নির্ভরতা কমিয়ে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ সুরক্ষিত করার লক্ষ্যে আমদানি বিকল্প পণ্যের উৎপাদন বাড়ানোর জন্য নতুন পুনঃঅর্থায়ন স্কীম চালু করা হয় এবং বিলাস জাতীয় দ্রব্য, বিদেশি ফল, অপ্রয়োজনীয় পণ্য যেমন অ-শস্য খাদ্যপণ্য, টিনজাত ও প্রক্রিয়াজাত পণ্যের আমদানি নিরুৎসাহিত করার লক্ষ্যে এসমস্ত পণ্যের এলসি মার্জিন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করা হয়।

১৫। মুদ্রা ও ঋণের চলকসমূহের মধ্যে ২০২১-২২ অর্থবছর শেষে বার্ষিক ভিত্তিতে ব্যাপক মুদ্রা সরবরাহের প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে ৯.৪ শতাংশ যা বাংলাদেশ ব্যাংকের মুদ্রানীতি বিবৃতির জুন ২০২২ এর লক্ষ্যমাত্রার (১৫.০ শতাংশ) তুলনায় কম। এই সময়ে নিট বৈদেশিক সম্পদের ১০.৪ শতাংশ প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৪.৭ শতাংশ ঋণাত্নক প্রবৃদ্ধি হয়েছে। তবে একই সময় নিট অভ্যন্তরীণ সম্পদের প্রবৃদ্ধি ছিল ১৪.০ শতাংশ, যা বাংলাদেশ ব্যাংকের মুদ্রানীতি বিবৃতির জুন ২০২২ এর লক্ষ্যমাত্রার কাছাকাছি। সেপ্টেম্বর ২০২২ শেষে পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় বেসরকারি খাতে ঋণ সরবরাহ বৃদ্ধি পেয়েছে ১৩.৯ শতাংশ যা ডিসেম্বর

২০২২ এর লক্ষ্যমাত্রার (১৩.৬ শতাংশ) কাছাকাছি। একই সময়ে সরকারি খাতে ঋণ সরবরাহের প্রবৃদ্ধি হয়েছে ২৮.১ শতাংশ যা ডিসেম্বর ২০২২ এর লক্ষ্যমাত্রার (৩২.৩ শতাংশ) তুলনায় সন্তোষজনক। ডিসেম্বর ২০২২ নাগাদ ব্যাপক মুদ্রা সরবরাহের লক্ষ্যমাত্রা ১০.০ শতাংশ যার বিপরীতে সেপ্টেম্বর ২০২২ নাগাদ অর্জন ৮.৬ শতাংশ। জুন ২০২২ নাগাদ রিজার্ভ মুদ্রার প্রবৃদ্ধি ছিল (-)০.৩ শতাংশ যা বাংলাদেশ ব্যাংকের লক্ষ্যমাত্রা (১০.০ শতাংশ) এর তুলনায় বেশ কম; তবে, সেপ্টেম্বর ২০২২ নাগাদ রিজার্ভ মুদ্রার প্রবৃদ্ধি দাড়িঁয়েছে ৫.২ শতাংশ।

**মাননীয় স্পিকার**

**মূল্যস্ফীতি**

১৬। মূল্যস্ফীতিকে সহনীয় পর্যায়ে রাখার বিষয়ে আমাদের সরকার শুরু থেকেই বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে আসছে। বিশ্বব্যাপী চলমান অর্থনৈতিক অস্থিরতার প্রেক্ষিতে ইউরোপ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে স্মরণকালের উচ্চ মূল্যস্ফীতি রেকর্ড করা হয়েছে। বাংলাদেশেও এর প্রভাব পড়েছে। আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানিসহ বিভিন্ন নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে দেশে উল্লেখযোগ্য পরিমানে মূল্যস্ফীতির চাপ অনুভূত হচ্ছে। সেপ্টেম্বর ২০২২ মাস শেষে সাধারণ মূল্যস্ফীতি (বার মাসের গড় ভিত্তিতে) দাঁড়িয়েছে ৬.৯৬ শতাংশ, যেখানে খাদ্য মূল্যস্ফীতি ছিল ৭.০৪ শতাংশ এবং খাদ্য বর্হিভূত মূল্যস্ফীতি ছিল ৬.৮৪ শতাংশ। সেপ্টেম্বর শেষে সার্বিক মূল্যস্ফীতি এ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রার (৭.৫০ শতাংশ) চেয়ে ০.৬৬ পারসেন্টেজ পয়েন্ট কম। উল্লেখ্য, বিগত ২০২১-২২ অর্থবছরের একই সময়ে সার্বিক মূল্যস্ফীতি ছিল ৫.৫০ শতাংশ, যেখানে খাদ্য মূল্যস্ফীতি ছিল ৫.৪৯ শতাংশ এবং খাদ্য বর্হিভূত মূল্যস্ফীতি ছিল ৫.৫১ শতাংশ। তবে আশার কথা হচ্ছে যে, বর্তমানে আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেল ও এলএনজি'র মূল্য ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। ফলে মুল্যস্ফীতির বর্তমান চাপ চলতি অর্থবছরের শেষ নাগাদ সহনীয় পর্যায়ে নেমে আসবে বলে আশা করা যায়।

**মাননীয় স্পিকার**

**সুদের হার**

১৭। মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে সরকার নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশ ব্যাংক প্রথম দফায় গত ২৯ মে ২০২২ তারিখ থেকে রেপো হার ৪.৭৫ শতাংশ থেকে ২৫ বেসিস পয়েন্ট বৃদ্ধি করে ৫ শতাংশ করে, পরবর্তীতে ৩০ জুন ২০২২ তারিখ থেকে তা আরও ৫০ বেসিস পয়েন্ট বৃদ্ধি করে ৫.৫ শতাংশ করা হয়, এবং সর্বশেষ ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখ হতে তা আরও ২৫ বেসিস পয়েন্ট বৃদ্ধি করে ৫.৭৫ শতাংশে উন্নীত করা হয়েছে। এসব উদ্যোগের ফলে কলমানি রেট বৃদ্ধি পেয়ে সেপ্টেম্বর ২০২২-এ ৫.৫৩ শতাংশ হয়েছে, ২০২১ সালের একই সময়ে যা ছিল ১.৯০ শতাংশ। মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রক্ষণশীল মুদ্রানীতি অনুসরণ করা হলেও অর্থনীতির অগ্রাধিকার খাতসমূহ যেমন-কৃষি, রপ্তানিমুখী শিল্প ও কুটির শিল্পসহ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতে ঋণ সরবরাহ যাতে নিরবচ্ছিন্ন থাকে সেলক্ষ্যে সরকারের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। পাশাপাশি, আর্থিক খাতে খেলাপী ঋণের মাত্রা কমিয়ে আনাসহ আমানতকারীদের স্বার্থ সুরক্ষা করা এবং কাঙ্ক্ষিত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবাহ বৃদ্ধির মাধ্যমে বিনিয়োগের গতিধারা সমুন্নত রাখতে সরকার সর্বদা সচেষ্ট রয়েছে।

**মাননীয় স্পিকার**

১৮। বাজার ভিত্তিক ঋণের সুদ হার চলতি অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে বিগত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। ফলে সার্বিকভাবে আমানত ও ঋণের সুদ হারের ব্যবধান এসময়ে কিছুটা কমে এসেছে। আমানতের সুদ হার (ভারিত গড়) সেপ্টেম্বর ২০২১-এ ছিল ৪.০৮ শতাংশ যা সেপ্টেম্বর ২০২২-এ ৪.০৯ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। অপরদিকে, ঋণের সুদ হার (ভারিত গড়) সেপ্টেম্বর ২০২১ এর ৭.২৪ শতাংশ হতে হ্রাস পেয়ে সেপ্টেম্বর ২০২২-এ ৭.১২ শতাংশ হয়েছে। ফলে আমানত ও ঋণের সুদের হার এর ব্যবধান (spread) সেপ্টেম্বর ২০২১ এর ৩.১৬ শতাংশ হতে হ্রাস পেয়ে সেপ্টেম্বর ২০২২-এ ৩.০৩ শতাংশে নেমে এসেছে।

## সামষ্টিক অর্থনীতির অন্যান্য খাতসমূহ

**মাননীয় স্পিকার**

**বৈদেশিক খাত পরিস্থিতি**

**আমদানি ও রপ্তানি**

১৯। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে বিশ্বব্যাপী উচ্চ মূল্যস্ফীতি এবং আমাদের রপ্তানির প্রধান বাজার উন্নত দেশসমূহে অর্থনৈতিক স্থবিরতা বিরাজমান থাকা সত্ত্বেও ২০২১-২২ অর্থবছরে দেশের রপ্তানি আয় হয়েছে ৫২.০৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা বিগত অর্থবছরের তুলনায় ৩৪.৩৮ শতাংশ বেশি। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (WTO) মতে ২০২২ সালে বিশ্ব পণ্য বাণিজ্যের পরিমাণ ৩.৫ শতাংশ হবে এবং ২০২৩ সালে ১.০ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হবে। ২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে (জুলাই-সেপ্টেম্বর) বাংলাদেশের রপ্তানির প্রবৃদ্ধি বিগত বছরের একই সময়ের তুলনায় প্রায় ১৩.৩৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ১২.৪৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। রপ্তানি বাণিজ্যে এই গতিশীলতা বেগবান রাখার জন্য সরকার রপ্তানি পণ্য বহুমুখীকরণ ও নতুন নতুন বাজার অনুসন্ধানে সচেষ্ট রয়েছে। এছাড়া, রপ্তানি সম্ভাবনা রয়েছে এমন পণ্যকে সরকার নগদ সহায়তা/প্রণোদনা প্রদান অব্যাহত রেখেছে যাতে এ সকল পণ্য আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে। যেমন, বর্তমান অর্থবছরে ৪৩ ধরনের পণ্য রপ্তানিতে নগদ সহায়তা দেওয়া হচ্ছে, যার মধ্যে প্রচলিত বাজারে তৈরি পোশাক রপ্তানিতে অতিরিক্ত ১ শতাংশ হারে প্রণোদনা অন্যতম।

**মাননীয় স্পিকার**

২০। ২০২২-২৩ অর্থবছরে রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে ৬৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। পণ্য খাতে উক্ত লক্ষ্যমাত্রা ৫৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং সেবা খাতে ৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। উল্লেখ্যযোগ্য রপ্তানি খাতসমূহ হলো: তৈরী পোশাক, পাট ও পাটজাত পণ্য, পাদুকা, কৃষিজাত পণ্য ইত্যাদি। করোনা অতিমারি-উত্তর চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলা, বিশ্ববাজারে রপ্তানি বাণিজ্য বৃদ্ধি এবং দেশে বিনিয়োগ

বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে। যুগোপযোগী রপ্তানি নীতি ২০২১-২৪ প্রণয়ন করা হয়েছে। রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধি এবং বাণিজ্য কূটনীতি জোরদার করার লক্ষ্যে বাণিজ্যিক উইং এর সংখ্যা ২০২২ সাল পর্যন্ত ২৩টিতে উন্নীত করা হয়েছে, যা ২০০৯ সালে ছিল ১৯টি। বাজার বহুমুখীকরণের অংশ হিসেবে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাণিজ্য মেলায় অংশগ্রহণ অব্যাহত রয়েছে। বাণিজ্য সম্ভাবনা রয়েছে এমন সম্ভাবনাময় দেশ ও অর্থনৈতিক জোটের সাথে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (FTA), অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি (PTA) ও সমন্বিত অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব চুক্তি (CEPA) স্বাক্ষরের লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

২১। দেশের তৈরি পোশাক খাতের কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতকল্পে কারখানাসমূহের শ্রমিক অধিকার এবং পেশাগত স্বাস্থ্য উন্নয়নে বাংলাদেশ শ্রম আইন আন্তর্জাতিক মানদন্ডের সাথে অধিকতর সামঞ্জস্যপূর্ণ করে সংশোধন করা হচ্ছে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং আইএলও-এর সুপারিশ অনুযায়ী সকল অংশীজনদের নিয়ে শ্রমিক অধিকার বিষয়ে একটি সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। তৈরি পোশাক কারখানাসমূহ শ্রমিক অধিকার উন্নয়ন ও পেশাগত স্বাস্থ্য উন্নয়নের পাশাপাশি পরিবেশগত টেকসই উন্নয়নেও কাজ করছে। বিশ্বের সেরা ১০০টি পরিবেশবান্ধব কারখানার মধ্যে ৪০টি বাংলাদেশে অবস্থিত। বাংলাদেশের ১৬০টি কারখানা US Green Building Council (USGBC)-এর The Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) সনদ পেয়েছে। তন্মধ্যে ৫২টি কারখানা প্লাটিনাম সনদ, ১০৪টি কারখানা গোল্ড সনদ, ১০টি কারখানা সিলভার এবং ৪টি কারখানা নিবন্ধন সনদ পেয়েছে। বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ রপ্তানি বাজার ইউরোপীয় ইউনিয়নে নতুন জিএসপি রেগুলেশনের খসড়ায় import share criterion যুক্ত ছিল, যা ভবিষ্যতে বাংলাদেশের শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকারকে ব্যাহত করার সম্ভাবনা ছিল। সরকার বিভিন্ন পর্যায়ে নেগোশিয়েশন করায় উক্ত শর্তটি বাদ দেয়া হয়েছে মর্মে জানা যায়। এর ফলে LDC হতে বাংলাদেশের উত্তরণ পরবর্তীকালে জিএসপি+ পাওয়ার পথ সুগম হতে

পারে। মোটকথা, LDC হতে উত্তরণের পরও বাংলাদেশের বৃহত্তম রপ্তানি বাজার ইউরোপীয় ইউনিয়নে অগ্রাধিকার বাজারে প্রবেশের বিষয়টি নিশ্চিত করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

২২। চলতি অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে (জুলাই-সেপ্টেম্বর) দেশের আমদানির পরিমান ২০.৯০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার হয়েছে, যা বিগত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ১১.৬৭ শতাংশ বেশি। অপ্রয়োজনীয় ও বিলাস পণ্য আমদানির ওপর বিভিন্ন নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে এবং সরকারের বিভিন্ন কৃচ্ছ্রসাধন ব্যবস্থার কারণে চলতি অর্থবছরের দ্বিতীয় প্রান্তিক হতে আমদানির পরিমান অনেকটাই হ্রাস পাবে বলে আমি আশা করছি।

**মাননীয় স্পিকার**

**প্রবাস আয়**

২৩। উন্নয়নশীল ও উদীয়মান অর্থনীতির উপর প্রবাস আয়ের ইতিবাচক প্রভাব সার্বজনীনভাবে প্রমাণিত। প্রবাস আয় আমদানি ব্যয় পরিশোধ, লেনদেন ভারসাম্যকে শক্তিশালী, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধি এবং বৈদেশিক ঋণের দায় পরিশোধে সহায়তা করে। প্রবাস আয় একদিকে লেনদেন ভারসাম্যে ইতিবাচক প্রভাব বিস্তারের মাধ্যমে বহিঃখাতকে শক্তিশালী অবস্থানে রাখে, অন্যদিকে অভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধির মাধ্যমে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে দেশে প্রবাস আয়ের প্রবাহ ছিল ৫.৬৭ বিলিয়ন ডলার যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ৪.৮৯ শতাংশ বেশি। প্রবাস আয়ে ধনাত্নক প্রবৃদ্ধি ধরে রাখার জন্য সরকার বিগত অর্থবছরের ন্যায় চলতি অর্থবছরেও ২.৫ শতাংশ হারে নগদ প্রণোদনা প্রদান করছে। পাশাপাশি রেমিট্যান্স প্রেরণ প্রক্রিয়া সহজ করা, হুন্ডিসহ অনানুষ্ঠানিক চ্যানেলে অর্থ প্রেরণ নিরুৎসাহিত করা এবং মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস ও এজেন্ট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে রেমিট্যান্স গ্রহণ অনুমোদন করা ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। শ্রমশক্তির দক্ষতা উন্নয়নের জন্য জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন

কর্তৃপক্ষ এবং Skills for Employment Investment Program (SEIP) প্রকল্প এর মাধ্যমে বিভিন্ন দক্ষতা বর্ধক কর্মসূচি গ্রহণের ফলে দেশে দক্ষ জনবল তৈরি হচ্ছে। এছাড়া সরকার প্রচলিত শ্রমবাজারের পাশাপাশি নতুন নতুন শ্রমবাজার সৃষ্টিতে সচেষ্ট রয়েছে। তাই প্রবাস আয়ে বর্তমান ধনাত্মক প্রবৃদ্ধি চলতি অর্থবছরের শেষেও অব্যাহত থাকবে বলে আমি আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

**মাননীয় স্পিকার**

**বৈদেশিক মুদ্রা ও রিজার্ভ**

২৪। এবার বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ও এর বিনিময় হার নিয়ে কিছু কথা বলব। চলতি অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে (জুলাই-সেপ্টেম্বর) রপ্তানি ও প্রবাস আয়ে প্রবৃদ্ধির তুলনায় আমদানি ব্যয় বৃদ্ধি অনেক বেশী হারে হওয়ায় বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ৩০ জুন ২০২২ মাসের তুলনায় কমেছে। সেপ্টেম্বর ২০২২ শেষে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ছিল ৩৬.৪৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার যা দিয়ে প্রায় ৪.৫৩ মাসের আমদানি ব্যয় মেটানো সম্ভব। সেপ্টেম্বর ২০২২ মাস শেষে মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার বিনিময় হার দাঁড়িয়েছে ৯৫.৬ টাকা, যা বিগত বছরের একই সময়ে ছিল ৮৫.৫০ টাকা। এ সময়ে মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার বিনিময় হারের ক্ষেত্রে অবচিতি (depreciation) হয়েছে প্রায় ১১.৮১ শতাংশ। চলতি হিসাব ভারসাম্যের ঘাটতি কমিয়ে এনে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধির জন্য সরকার ইতোমধ্যে অপ্রয়োজনীয় ও বিলাসপণ্য আমদানি নিরুৎসাহিত করায় বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। তাই বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ খুব দ্রুত পূর্বের শক্ত অবস্থানে ফিরে যাবে বলে আমি আশা করছি।

**মাননীয় স্পিকার**

**২৫। চলতি অর্থবছরের বাজেটে প্রতিশ্রুত কতিপয় বিষয়ের অগ্রগতি**

করোনা অতিমারির বিরুপ প্রভাব মোকাবেলার মাধ্যমে অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার অর্জনের পর রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধজনিত বিশ্বব্যাপী দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে নতুন

করে দেশে যে অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ দেখা দিয়েছে, তা মোকাবেলার মাধ্যমে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে আমাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। চলতি ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেটে আমরা অনেকগুলো গুরুত্বর্পূর্ণ প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছি। আমি অত্যন্ত আনন্দের সাথে মহান সংসদকে জানাতে চাই যে, বিগত বাজেটে দেয়া প্রতিশ্রুতিসমূহের উল্লেখযোগ্য অংশ আমরা ইতোমধ্যে বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হয়েছি। তাছাড়া, পূর্ববর্তী বছরসমূহের অনেক কার্যক্রম চলমান আছে। মহান সংসদের অবগতির জন্য এখন আমি বাজেটে প্রতিশ্রুত গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমের চলতি অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকের বাস্তবায়ন অগ্রগতির একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরছি।

## ২৫.১ মানব সম্পদ উন্নয়ন

### শিক্ষা

দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার জন্য যুগোপযোগি ও মানসম্পন্ন শিক্ষার কোন বিকল্প নাই। সে জন্য কোভিড-১৯ অতিমারির প্রভাবে শিক্ষা খাতে যে ক্ষতি হয়েছে তা পুষিয়ে উঠার জন্য সরকার ইতোমধ্যে ব্যাপকভিত্তিক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। করোনার প্রভাবে সংঘটিত শিক্ষা খাতে ক্ষতি কমিয়ে আনা এবং শিক্ষার স্বাভাবিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনার জন্য নানাবিধ প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। সরকার কর্তৃক গৃহীত টিকা কার্যক্রমের সফল বাস্তবায়নের ফলে করোনা আক্রান্তের হার ইতোমধ্যে উল্লেখযোগ্য হারে কমে আসায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ খোলা রাখা সম্ভব হয়েছে। তাছাড়া, প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার সকল পর্যায়ে শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিতকরণে নানা ধরণের সংস্কার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। বিগত সময়ে শুরু করা বিভিন্ন কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় বর্তমান বাজেটে আমরা নানামূখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি। শিক্ষাক্ষেত্রে আমরা বেশি গুরুত্ব দিচ্ছি তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর এবং কর্মসংস্থানবান্ধব কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার উপর।

অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রাথমিক শিক্ষার মান আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীত করা ও প্রায়োগিক শিক্ষার প্রসারে বহুমুখী উদ্যোগ চলমান রেখেছি। যেমন, প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ, বিদ্যালয়বিহীন এলাকায় বিদ্যালয় ও পিটিআই স্থাপনসহ অন্যান্য অবকাঠামো স্থাপন কার্যক্রম বাস্তবায়নাধীন আছে। ৪+ বয়সী শিশুদের অন্তর্ভুক্ত করে ২ বছর মেয়াদি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালু করা হয়েছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে ৫০৯টি আইসিটি ল্যাব স্থাপন প্রকল্প বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে সেপ্টেম্বর ২০২২ পর্যন্ত ১৬০টি ল্যাব স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে। কোভিড-১৯ এর সংক্রমণকালেও আমরা দেশের দারিদ্র্যপ্রবণ ১০৪ উপজেলায় পরিচালিত 'দারিদ্র্য পীড়িত এলাকায় স্কুল ফিডিং কর্মসূচি' এর কার্যক্রম চলমান রেখেছি। এছাড়াও, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে কোভিড-১৯ অতিমারির সময়ে চালুকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের মাঝে উপবৃত্তি প্রদান কার্যক্রম অব্যাহত রাখা হয়েছে।

চলমান প্রযুক্তিগত ৪র্থ শিল্প বিপ্লবকে ($4^{th}$ Industrial Revolution) বিবেচনায় রেখে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিভিত্তিক শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষকদের আইসিটি বিষয়ে সিলেবাসভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়াও Zoom এ ক্লাস পরিচালনা করা এবং মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে ক্লাসের বিষয়ে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদানের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। দেশব্যাপী বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৩৫,০০০টি মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম ও ৯০০১টি শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। সেপ্টেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত ৩ লক্ষের অধিক শিক্ষককে আইসিটি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। আশা করা যায় এর মাধ্যমে ৭৫ লক্ষেরও বেশি শিক্ষার্থী উপকৃত হবে। মানসম্পন্ন কারিগরি, ভোকেশনাল (TVET) ও মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নয়নে সরকারি প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। ফলে অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থীর ভর্তির সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে অবকাঠামো উন্নয়ন কার্যক্রম চলছে। এরমধ্যে ১০০টি উপজেলায় একটি করে টেকনিকাল স্কুল এন্ড কলেজ (TSC) স্থাপন

প্রকল্পের মধ্যে ৭০টিতে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে এবং এতে বিভিন্ন ট্রেডে ৩,৫০০ এর অধিক শিক্ষার্থী অধ্যায়ন করছে। আশা করা যায়, অবশিষ্ট ৩০টিতে বর্তমান সরকারের মেয়াদের মধ্যেই শিক্ষা কার্যক্রম চালু করা হবে। মাদ্রাসা শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে নির্বাচিত ১,৭৫৭টি মাদ্রাসায় নতুন ভবন নির্মাণের কাজ চলছে এবং সেপ্টেম্বর ২০২২ পর্যন্ত ২৮৪ টি মাদ্রাসার নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। দেশের ৩২২টি মাদ্রাসায় আধুনিক মাল্টিমিডিয়া ক্লাশরুম স্থাপন করা হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

**মাননীয় স্পিকার**

**স্বাস্থ্য**

করোনা অতিমারি মোকাবেলায় সরকার স্বাস্থ্যখাতে সর্ব্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ করেছে। স্বাস্থ্য ও পুষ্টি খাতের উন্নয়নের মাধ্যমে সকল নাগরিকের জন্য সুলভে মানসম্মত স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার প্রচেষ্টা  আমরা আরও জোরদার করেছি। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মান অনুসারে দেশের মোট জনসংখ্যার ৭০ শতাংশ মানুষকে করোনা টিকার আওতায় আনার পরিকল্পনার অংশ হিসেবে সেপ্টেম্বর ২০২২ পর্যন্ত ৭৩ শতাংশ মানুষকে দ্বিতীয় ডোজ এবং ৪৮ শতাংশ মানুষকে তৃতীয় ডোজ করোনা ভাইরাস প্রতিষেধক টিকা প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া, দরিদ্র গ্রামীণ ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর দোরগোড়ায় স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দিতে ১৪,০৩৮টি কমিউনিটি ক্লিনিক চালু রয়েছে এবং মাতৃস্বাস্থ্য ভাউচার কর্মসূচি ৫৫টি উপজেলায় সম্প্রসারণ করা হয়েছে। মাতৃস্বাস্থ্য ভাউচার কর্মসূচি চলতি অর্থবছরে আরও ৮টি উপজেলায় এবং পরবর্তী বছরে আরও ২০টি করে উপজেলায় সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি, দক্ষ জনবলের পদায়ন, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, সরঞ্জামাদি ও ঔষধপত্র সরবরাহসহ বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে ১৩২টি উপজেলায় জরুরি প্রসূতি সেবা কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে। ৬৪টি উপজেলা হাসপাতাল, ও ১২টি জেলা হাসপাতালে টেলিমেডিসিন এবং ৬৩টি জেলা হাসপাতালে ভিডিও কনফারেন্সিং-এর

মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের কার্যক্রম চলমান আছে। ১৯০টি উপজেলা হাসপাতালে ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম সরবরাহের কাজ চলমান আছে।

**২৫.২ ভৌত অবকাঠামো**

**বিদ্যুৎ ও জ্বালানি**

**মাননীয় স্পিকার**

আপনি অবগত আছেন, 'সবার জন্য বিদ্যুৎ' সুবিধা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আমরা স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার অংশ হিসেবে ২০২১ সালের মধ্যে ২৪ হাজার মেগাওয়াট, ২০৩০ সালের মধ্যে ৪০ হাজার মেগাওয়াট ও ২০৪১ সালের মধ্যে ৬০ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা পূরণকল্পে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে চলেছি। কেননা, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১ অনুযায়ী নিম্ন-মধ্যম আয় হতে ২০৩১ সালের মধ্যে উচ্চ-মধ্যম আয় ও ২০৪১ সালের মধ্যে উচ্চ আয়ের দেশে উত্তরণ নিশ্চিত করতে হলে প্রয়োজনীয় আর্থ-সামাজিক কর্মকান্ড বাস্তবায়নে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি চাহিদা বৃদ্ধির নিরিখে মানসম্মত জ্বালানি ও বিদ্যুতের সংস্থানের কোন বিকল্প নেই। ইতোমধ্যে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন উদ্যোগ বাস্তবায়নের ফলে বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা ২৫ হাজার ৭৩০ মেগাওয়াটে (ক্যাপটিভ ও নবায়নযোগ্য) উন্নীত হয়েছে। দেশের মোট বিদ্যুৎ চাহিদার শতকরা দশভাগ নবায়নযোগ্য জ্বালানি হতে উৎপাদনের লক্ষ্যে সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন উদ্যোগ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। সেপ্টেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত ২৫৯ মেগাওয়াট ক্ষমতার সৌর বিদ্যুৎকেন্দ্র চালু হয়েছে এবং ২,৮৫৪ মেগাওয়াট ক্ষমতার সৌর বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। তাছাড়া, সেপ্টেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত ৫২৯ মেগাওয়াট ক্ষমতার বায়ু বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। দেশের জনগণের দোরগোড়ায় বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদনের পাশাপাশি আমরা সঞ্চালন লাইন ও বিতরণ লাইন নির্মাণের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে চলেছি। এছাড়াও, বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা আধুনিকায়নের লক্ষ্যে মেট্রোপলিটন এলাকার সকল বিতরণ লাইন ও সাবস্টেশনসমূহ ভূগর্ভস্থকরণ কার্যক্রম বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। ২০০৯ সাল হতে

সেপ্টেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত সর্বমোট ১৩ হাজার ৮৮৯ সার্কিট কিলোমিটার সঞ্চালন লাইন এবং ৬ লক্ষ ২৯ হাজার কিলোমিটার বিতরণ লাইন নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। একই সাথে সিস্টেম লস হ্রাস, লোড ম্যানেজমেন্ট এবং বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী কার্যক্রমের অংশ হিসেবে সেপ্টেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত মোট ৫০ লক্ষেরও বেশি বিদ্যুতের প্রি-পেইড মিটার স্থাপন করা হয়েছে।

**মাননীয় স্পিকার**

দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের সাথে সামঞ্জস্য রেখে জ্বালানির ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণ এবং টেকসই ও নিরাপদ জ্বালানির ব্যবহার ও সরবরাহ বৃদ্ধিকল্পে আমরা সচেষ্ট। দেশের ক্রমবর্ধমান গ্যাসের চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে ২০২২ সালের মধ্যে বাপেক্স কর্তৃক ১০৮টি কূপ খনন/ওয়ার্কওভার সম্পাদনের অংশ হিসেবে ইতোমধ্যে ৩৬টি কূপ খনন/ওয়ার্কওভার সম্পন্ন হয়েছে এবং অবশিষ্ট ৭২টি কূপ খনন/ওয়ার্কওভার সম্পন্ন করার কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। এছাড়া, সমুদ্র অঞ্চলে গ্যাস ও তেল অনুসন্ধানের জন্য জরিপসহ অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনা অব্যাহত আছে। জ্বালানির দক্ষ ব্যবহারের মাধ্যমে জ্বালানির ব্যবহার ২০২২ সালের মধ্যে ২০ শতাংশ হ্রাস করার লক্ষ্যে পর্যায়ক্রমে আবাসিক খাতে প্রিপেইড মিটার এবং সিএনজি ও শিল্প খাতে ইভিসি মিটার স্থাপনের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। সেপ্টেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত ৩ লক্ষ ৯৩ হাজারটি গ্যাসের প্রিপেইড মিটার স্থাপন করার কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। ২০০৯ সনে দেশে জ্বালানি তেল সংরক্ষণের সক্ষমতা ছিল ৮.৯৪ লক্ষ মেট্রিক টন যা বৃদ্ধি করে বর্তমানে প্রায় ১৩.৬১ লক্ষ মেট্রিক টনে উন্নীত করা হয়েছে।

**যোগাযোগ অবকাঠামো**

একটি আধুনিক ও মানসম্পন্ন যোগাযোগ নেটওয়ার্ক তৈরিতে আমরা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছি। সড়ক নিরাপত্তা বৃদ্ধি, ঢাকা মহানগরীতে যানজট নিরসনে দ্রুত

গতির গণপরিবহন ব্যবস্থা (এমআরটি ও বিআরটি) প্রবর্তনসহ মোটরযান ব্যবস্থাপনার আধুনিকায়নে পরিকল্পনা গ্রহণসহ বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান রেখেছি। সকল জাতীয় মহাসড়ককে ৪ বা তদূর্ধ্ব লেনে উন্নীতকরণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এর ধারাবাহিকতায় ৬৩২.০৭ কিলোমিটার জাতীয় মহাসড়ক ৪ বা তদূর্ধ্ব লেনে উন্নীত করা হয়েছে এবং আরও ৭২৮.০১৪ কিলোমিটার মহাসড়ক ৪ বা তদূর্ধ্ব লেনে উন্নীতকরণের কার্যক্রম চলমান আছে। যার মধ্যে ৪১১.৭২ কিলোমিটার মহাসড়ক চার লেনে উন্নীত করার কাজ সমাপ্ত হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সেতু পদ্মা বহুমুখী সেতুর নির্মাণকাজ শেষে যান চলাচলের জন্য খুলে দেয়া হয়েছে। অর্থ বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন Skills for Employment Investment Program (SEIP) প্রকল্পের আওতায় আগামী ৫ বছরে যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে এক লক্ষ গাড়িচালক তৈরি করার প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। সেপ্টেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত সময়ে ৪৩ হাজার ৩২৫ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষিত চালকগণ সড়ক দূর্ঘটনা হ্রাসে ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়।

ঢাকা মহানগরী ও পার্শ্ববর্তী এলাকার যানজট নিরসন ও পরিবেশ উন্নয়নে অত্যাধুনিক গণপরিবহন হিসেবে ৬টি মেট্রোরেল সমন্বয়ে ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড (ডিএমটিসিএল) এর আওতায় মোট ১২৮.৭৪১ কিলোমিটার বিশিষ্ট একটি শক্তিশালী নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার নিমিত্ত আমরা সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা ২০৩০ গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে এমআরটি লাইন-৬ এর উত্তরা-আগারগাও অংশে বাণিজ্যিকভাবে যাত্রী চলাচল শুরু হয়েছে। এমআরটি লাইন-৬ এর আগারগাঁও-মতিঝিল অংশের নির্মাণকাজ সম্পন্ন করা, এমআরটি লাইন-১ এর নির্মাণকাজ শুরু করা, এমআরটি লাইন-৫: নর্দান রুট-এর Detailed Design সম্পন্ন করা এবং এমআরটি লাইন-৫: সাউদার্ন রুট-এর Basic Design সম্পন্ন করার কাজ চলমান রয়েছে।

**মাননীয় স্পিকার**

প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার আলোকে রেলওয়ের পরিকল্পিত উন্নয়নের জন্য প্রণীত ২০ বছর মেয়াদি (২০১০-২০৩০) মাস্টার প্ল্যানটি হালনাগাদ করা হয়েছে। হালনাগাদকৃত মাস্টার প্ল্যানে ৬টি পর্যায়ে (২০১৬-২০৪৫) বাস্তবায়নের জন্য ৫ লক্ষ ৫৩ হাজার ৬৬২ কোটি টাকা ব্যয়ে ২৩০টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত আছে। এ সকল কার্যক্রম বাস্তবায়িত হওয়ার পর রেলওয়ের সেবার মান অনেক বৃদ্ধি পাবে এবং বাংলাদেশ রেলওয়ে একটি আধুনিক গণপরিবহন মাধ্যমে পরিণত হবে। এ মহাপরিকল্পনা অনুযায়ী রাজধানী ঢাকার সাথে কক্সবাজার, মোংলা বন্দর, টুঙ্গীপাড়া, বরিশাল, পার্বত্য চট্টগ্রামসহ দেশের অন্যান্য এলাকা রেলওয়ে নেটওয়ার্কের আওতায় আনয়ন, ট্রান্স এশিয়ান রেলওয়ে ও আঞ্চলিক রেলওয়ে যোগাযোগ স্থাপন এবং উন্নত কমিউটার ট্রেন সার্ভিস চালু করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। পদ্মা বহুমুখী সেতুতে রেল লিংক স্থাপনসহ ঢাকা-যশোর সিঙ্গেল ট্র্যাক ডুয়েল গেজ রেললাইন এবং চট্টগ্রাম-কক্সবাজার সিঙ্গেল ট্র্যাক ডুয়েল গেজ রেললাইন প্রকল্পের কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে।

**২৫.৩ কৃষি-মৎস্য ও খাদ্য নিরাপত্তা**

কৃষির উন্নয়নে ভর্তুকি, সার-বীজসহ অন্যান্য কৃষি উপকরণ প্রণোদনা ও সহায়তা কার্ড, সেচ সুবিধা ও খামার যান্ত্রিকীকরণ, শস্য বহুমূখীকরণ ও বিপণন, কৃষি পুনর্বাসন সহায়তা ইত্যাদি সফল কার্যক্রমসমূহ প্রয়োজনীয় মাত্রায় অব্যাহত রাখা হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরের ১ম প্রান্তিকে ৬টি নতুন জাত (বারি মেটে আলু-৩, বারি মেটে আলু-৪, বারি কাসাভা-১, বারি কাসাভা-২, বারি সুপারি-১, বারি সুপারি-২) প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে। কৃষকের মাঝে প্রণোদনা, পুনর্বাসন ও অন্যান্য নগদ সহায়তা মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ডধারী কৃষকের সংখ্যা ২ কোটির অধীক উন্নীত করা হয়েছে। দেশের বিভিন্ন স্থল, বিমান ও সমুদ্রবন্দরসমূহে ২৩টি Quarantine Centre এর মাধ্যমে কৃষি খাতে নিরাপদ ও ঝুঁকিমুক্ত আমদানি নিশ্চিতকরণে প্রয়োজনীয় সহায়তা অব্যাহত আছে।

খামার যান্ত্রিকীকরণ কার্যক্রম সম্প্রসারণের মাধ্যমে গ্রামীণ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং মূল্য শৃঙ্খল (Value Chain) ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ করে একটি আধুনিক কৃষি ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। কৃষি যান্ত্রিকীকরণে ৩,০২০ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। কৃষকদের কৃষিযন্ত্রের ক্রয়মূল্যের উপর ৫০ শতাংশ হতে ৭০ শতাংশ পর্যন্ত সহায়তার মাধ্যমে হ্রাসকৃত মূল্যে কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হচ্ছে। এ প্রকল্পের আওতায় এ পর্যন্ত ৪,৩৮৯ টি কম্বাইন্ড হারভেস্টার (ধান ও গম), ৬০২ টি রিপার, ৪৪টি রাইস ট্রান্সপ্লান্টার, ৩২ টি সিডার, ৫১৪ পাওয়ার থ্রেসার, ৯ টি ড্রায়ার, ৮৪৩ টি পাওয়ার স্প্রেয়ার, ১৬১টি মাইক সেলার, ১৬টি পটাটো ডিগারসহ মোট ৬,৬১০টি কৃষি যন্ত্র সরবরাহ করা হয়েছে।

দেশের বিশাল জনগোষ্ঠীর প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে নতুন নতুন প্রযুক্তি ও জাত উদ্ভাবন, উদ্যোক্তা/খামারীদের উদ্বুদ্ধকরণ, প্রশিক্ষণ, আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি, উৎপাদন বৃদ্ধি এবং সরবরাহ নিশ্চিতকরণে আমরা কাজ করে যাচ্ছি। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ মাছ, মাংস ও ডিম উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। উন্মুক্ত জলাশয়ে মাছ চাষ, বিপন্নপ্রায় মৎস্য প্রজাতির সংরক্ষণ, মাছের প্রজনন ও বংশবৃদ্ধির জন্য অভয়াশ্রম সৃষ্টি, জাটকা সংরক্ষণ, পরিবেশ-বান্ধব চিংড়ি চাষ ইত্যাদি অব্যাহত রয়েছে। গুণগত মান বিষয়ক আন্তর্জাতিক চাহিদার আলোকে নিরাপদ মৎস্য উৎপাদন নিশ্চিত করতে এ সংক্রান্ত অধ্যাদেশ রহিত করে ‘মৎস্য ও মৎস্যপণ্য (পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০২০' প্রণীত হয়েছে। বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট ২০২২-২৩ অর্থবছরে দেশব্যাপী ২৯৯টি স্পটে ভ্রাম্যমাণ ক্লিনিকের মাধ্যমে খামারী পর্যায়ে প্রযুক্তিগত (মৎস্য চাষ, রোগ ও পোনা উৎপাদন বিষয়ক) সেবা প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। ইতোমধ্যে জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত বিভিন্ন জেলার শতাধিক স্পটে ভ্রাম্যমান এ সেবা প্রদান করা হয়েছে।

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে গৃহীত খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির আওতায় সরকার ২৫১টি উপজেলায় পুষ্টিচাল বিতরণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করেছে। এ পর্যন্ত খাদ্যবান্ধব কর্মসূচিতে ১,৮২,১৬৩.৪৮ মেট্রিক টন পুষ্টিচাল উপকারভোগীগণের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়াও, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ভিজিডি কর্মসূচির আওতায় ১৭০টি উপজেলায় আরও ১,৩১,৪৮৯.৬৫ মেট্রিক টন পুষ্টিচাল বিতরণ করা হয়েছে। খাদ্যশস্যের বাজার দরের উর্ধ্বগতি রোধ ও দরিদ্র ও নিম্নআয়ভুক্ত মানুষের কষ্ট লাঘবের লক্ষ্যে ওএমএস কার্যক্রমের আওতায় খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক ৪,৬৬,৫৫৫.৬৭ মেট্রিক টন চাল ও ১৬৯৭.২৫ মেট্রিক টন প্যাকেটজাত ময়দা বিক্রয় করা হয়েছে। সরকারি খাদ্যশস্য সংগ্রহে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকল্পে সরকার 'কৃষকের এ্যাপস' নামক মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে সরাসরি কৃষকগণের নিকট হতে ডিজিটাল পদ্ধতিতে খাদ্যশস্য সংগ্রহ করছে।

খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সরকারি পর্যায়ে খাদ্যশস্য সংরক্ষণের ধারণ ক্ষমতা ৩৫ লক্ষ মেট্রিক টনে উন্নীত করার লক্ষ্য নিয়ে সেপ্টেম্বর ২০২২ পর্যন্ত তা সর্বমোট ২২ লক্ষ মেট্রিক টনে উন্নীত করা হয়েছে। আরও প্রায় ৬ লক্ষ মেট্রিক টন ধারণ ক্ষমতার আধুনিক খাদ্য গুদাম নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় আশুগঞ্জ, ময়মনসিংহ ও মধুপুরে ৩টি সাইলো নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। এ ৩টি খাদ্য গুদামের ধারণ ক্ষমতা প্রায় ২.০১ লক্ষ মেট্রিক টন। চলতি অর্থবছরের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময়ে উক্ত নির্মাণকাজে ভৌত অগ্রগতি হয়েছে প্রায় ৮০ শতাংশ। বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষকে শক্তিশালী করার জন্য একটি দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

### ২৫.৪ স্থানীয় সরকারের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে পল্লী এলাকায় অবকাঠামো নির্মাণের জন্য ২০০৯ সাল থেকে জুন/২০২২ সাল পর্যন্ত ১ লক্ষ ৮৬ হাজার ৭৭৮.৫৫ কোটি টাকা প্রাক্কলিত

ব্যয় সম্বলিত এলজিইডি'র ৩২১টি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। ২০০৯ সালের পূর্বের অনুমোদিত প্রকল্পসহ এ সময়ে ২৫৪টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে এবং ১১৪টি প্রকল্প চলমান রয়েছে। এ সকল প্রকল্পের অবকাঠামো উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে ব্যয় হয়েছে ১ লক্ষ ৩৯ হাজার ৪৯৮.৪৩ কোটি টাকা (উন্নয়ন প্রকল্প ও রাজস্ব কর্মসূচিসহ)। এলজিইডি'র মাধ্যমে ২০০৯ সাল থেকে জুন/২০২২ সাল পর্যন্ত বাস্তবায়িত প্রকল্পগুলির মাধ্যমে পল্লী এলাকায় ৭১,২০৫ কিলোমিটার সড়ক উন্নয়ন, ৪,১৪,৮০৭ মিটার ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ, ১,৭৬৭টি ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন, ১,৩৮৬টি সাইক্লোন সেল্টার নির্মাণ এবং ৩৭৬টি উপজেলা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ/সম্প্রসারণ করা হয়েছে। সমাজের অবহেলিত দরিদ্র জনগোষ্ঠির জীবনমান উন্নয়নে ঢাকা সিটি কর্পোরেশনে পরিচ্ছন্ন কর্মীদের জন্য রাজধানীতে ১৩টি সুউচ্চ ভবনে মোট ১,১৫৫টি ফ্ল্যাট নির্মাণের জন্য একটি প্রকল্প জুন/২০২৩ সালে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত আছে। সেপ্টেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত এ প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি ৯৫ শতাংশ।

সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ এর আওতায় 'আমার গ্রাম-আমার শহর প্রতিটি গ্রামে আধুনিক নগর সুবিধা সম্প্রসারণ' শীর্ষক অঙ্গীকার বাস্তবায়ন, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জন এবং দেশকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীতকরণের ক্ষেত্রে পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন করা হচ্ছে। বিগত ২০০৯ সাল থেকে জুন/২০২২ সাল পর্যন্ত গ্রামাঞ্চলে ১০,২০,০৭৩টি নিরাপদ পানির উৎস স্থাপন এবং পৌর এলাকায় বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে ১,৩৫৩টি উৎপাদক নলকূপ, ১৭৪টি পানি শোধনাগার, ১৬,০২৫ কি:মি: পাইপ লাইন স্থাপন/প্রতিস্থাপন ও ৯৪টি উচ্চ জলাধার স্থাপন করা হয়েছে। আর্সেনিক, আয়রন, লবনাক্ততা এবং পানির স্তর নীচে নেমে যাওয়ার সমস্যা নিরসনে ভূ-উপরস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক ১১০টি নতুন পুকুর খনন এবং ১,১২৮টি পুকুর পুনঃখননের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। স্কুল পর্যায়ের হাইজিন ও স্যানিটেশন কার্যক্রমকে অধিকতর মজবুত ও টেকসই করার লক্ষ্যে সারাদেশের ৬৫,৬২০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৫৫,২৭১টি নিরাপদ পানির উৎস ও ৫৩,৮৩৭টি ওয়াশ ব্লক

নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া, করোনাকালীন সময়ে জরুরি ভিত্তিতে ১,৪৮৬টি নলকূপ স্থাপন, স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানসহ উল্লেখযোগ্য স্থানে ৩,০০০টিরও বেশি হাত ধোয়ার বেসিন স্থাপনসহ আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি সরবরাহ করা হয়েছে।

**মাননীয় স্পিকার**

**২৫.৫ শ্রম ও কর্মসংস্থান**

করোনা অতিমারি মোকাবেলায় সরকার কর্মসংস্থানের উপর সর্বোচ্চ গুরুত্বারোপ করেছে। শ্রমিকদের অধিকার সুরক্ষা, শোভন কর্ম পরিবেশ ও সুস্থ শিল্প সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা এবং জাতীয় উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আমরা নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে যাচ্ছি। শ্রমিকের কল্যাণ নিশ্চিতকরণ, রপ্তানিমূখী ও অন্যান্য শিল্প-কারখানার কর্ম পরিবেশ উন্নয়ন কার্যক্রম জোরদারকরণে ২০২২-২৩ অর্থবছরের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৩২১টি কারখানায় কমপ্লায়েন্স নিশ্চিত করা হয়েছে এবং ১২টি কারখানায় শ্রমিকের কল্যাণের জন্য গ্রুপ বীমা চালু নিশ্চিত করা হয়েছে। শিশুশ্রম নিরসনের জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয়কে সম্পৃক্ত করে একটি খসড়া জাতীয় কর্মপরিকল্পনা (NPA) তৈরি করা হয়েছে। ২০১০-১১ হতে ২০২২-২৩ অর্থবছরের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মোট ৩,৩৭৮টি কারখানা হতে ৫,৬৩১ জন শিশুশ্রমিককে নিরসন করা হয়েছে। নারী শ্রমিকের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে ২০১০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে সেপ্টেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের উদ্যোগে বিভিন্ন কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে মোট ৫,৭২৩টি শিশুকক্ষ স্থাপন করা হয়েছে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের পরিবর্তনশীল চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে দক্ষ জনবল প্রস্তুত করা এবং দক্ষ জনবল প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সেক্টরের মধ্যে সমন্বয় সাধন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদা অনুযায়ী দক্ষতা প্রশিক্ষণ মান নির্ধারণ, প্রশিক্ষণার্থী ও অ্যাসেসরদের সনদায়ন, স্ট্যান্ডার্ড ও কারিকুলাম, সক্ষমতাভিত্তিক প্রশিক্ষণ উপকরণ তৈরি, পূর্ব অভিজ্ঞতার স্বীকৃতি প্রদান, পারস্পরিক দক্ষতার স্বীকৃতি ইত্যাদির মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরিতে ভূমিকা রাখছে।

**মাননীয় স্পিকার**

**২৫.৬ নারী ও শিশু উন্নয়ন**

নারী ও শিশুর সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করতে আমরা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছি। নারীর দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সময়োপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদান, নারীবান্ধব কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা, তাঁদের সন্তানদের জন্য শিশু বিকাশ কেন্দ্র স্থাপন, দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপনের মত গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। তাছাড়া, পুষ্টি, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন, প্রাথমিক স্বাস্থ্য, মা ও শিশুর স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ইত্যাদি বিষয়ে সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। ৮টি বিভাগীয় শহর ৬৪টি জেলার তৃণমূল পর্যায়ে মহিলাদের আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ প্রকল্পের আওতায় ৪২৬টি উপজেলায় বিভিন্ন ট্রেডে সেপ্টেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত ৩ লক্ষ ৮১ হাজার ২৫০ জন মহিলাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। নারী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে মাল্টিসেক্টরাল প্রোগ্রামের আওতায় সমন্বিত সেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে ১৩টি ওয়ানষ্টপ ক্রাইসিস সেন্টারের মাধ্যমে সেপ্টেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত মোট ৫০ হাজারেরও বেশি নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুকে সেবা প্রদান করা হয়েছে। সকল সিটি কর্পোরেশন ও পৌর এলাকায় কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মা'দের মাসিক ৮০০ টাকা হারে ৩৬ মাস ব্যাপী মোট ২ লক্ষ ৭৫ হাজার জন দরিদ্র মা'কে এ পর্যন্ত প্রায় ৫২.৩৯ কোটি টাকার ভাতা প্রদান করা হয়েছে। সেপ্টেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত প্রায় ২ লক্ষ নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশু ন্যাশনাল হেল্প লাইন সেন্টারে ফোন করে মনোসামাজিক কাউন্সেলিং ও সেবা গ্রহণ করেছেন। ২০২২-২৩ অর্থবছরে "গার্মেন্টস কারখানার নারী শ্রমিকদের সন্তানদের জন্য ডে-কেয়ার সেন্টার কর্মসূচি" শীর্ষক কর্মসূচির আওতায় ২০টি ডে-কেয়ার সেন্টারের মাধ্যমে ৬০০ জন শিশুকে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান, অক্ষরদান, অভ্যন্তরীণ খেলাধুলা ও অন্যান্য বিনোদনমূলক কার্যক্রম গ্রহণসহ দিবাকালীন সেবা প্রদান করা হচ্ছে। তাছাড়া, তথ্য প্রযুক্তিভিত্তিক সেবা প্রদানের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন ঘটাতে সুবিধাবঞ্চিত নারীদের তথ্য প্রযুক্তিতে প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সেপ্টেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত ১ কোটি গ্রামীণ মহিলাকে তথ্য ও প্রযুক্তিগত সেবা প্রদান করা হয়েছে।

**মাননীয় স্পিকার**

**২৫.৭ সামাজিক নিরাপত্তা**

সমাজের সুবিধাবঞ্চিত ও দরিদ্র মানুষের কল্যাণে সরকার নানামূখী উদ্যোগ বাস্তবায়ন করছে। করোনাভাইরাসজনিত কারণে কর্মহীনতা ও আয়ের সুযোগ হ্রাসের কবল থেকে দেশের অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সুরক্ষা দিতে আমরা সামাজিক নিরাপত্তা বলয়ের আওতা বৃদ্ধি করেছি। আমরা পিছিয়ে পড়া ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন মানুষের সাংগঠনিক শক্তিকে মজবুত করতে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ, নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট ও শারীরিক প্রতিবন্ধী কল্যাণ ট্রাস্টকে উদার পৃষ্ঠপোষকতা দান করে আসছি। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে থেরাপিউটিক সেবা প্রদানের লক্ষ্যে দেশের ৬৪টি জেলা ও ৩৯টি উপজেলায় মোট ১০৩টি 'প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র' চালু রয়েছে। এই দুটি কার্যক্রম সারাদেশে  সুবিধাবঞ্চিত ও বিপন্ন সকল শিশুর সুরক্ষার জন্য সহায়ক। বীর মুক্তিযোদ্ধাদের নিরাপদ আবাসন নিশ্চিত করতে তাঁদের জন্য ৪ হাজার ১২২ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩০ হাজার 'বীর নিবাস' নির্মাণ প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে। চলতি ২০২১-২২ অর্থবছরে বয়স্ক ভাতা কার্যক্রমে জনপ্রতি ৫০০ টাকা অপরিবর্তিত রেখে ভাতাভোগীর সংখ্যা ৪৯ লক্ষ জন থেকে ৮.০১ লক্ষ জন বৃদ্ধি করে ৫৭.০১ লক্ষ জনে উন্নীত করা হয়েছে। সেপ্টেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত ১ম কিস্তির বরাদ্দ ৮১২.৮৫ কোটি টাকা ছাড় করা হয়েছে। ছাড়কৃত অর্থ G2P-তে ভাতাভোগীর নিকট বিতরণ চলমান রয়েছে। চলতি ২০২২-২২৩ অর্থবছরে বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা কার্যক্রমে জনপ্রতি ৫০০ টাকা অপরিবর্তিত রেখে ভাতাভোগীর সংখ্যা ২০.৫০ লক্ষ জন থেকে ৪.২৫ লক্ষ জন বৃদ্ধি করে ২৪.৭৫ লক্ষ জনে উন্নীত করা হয়েছে। চলতি অর্থবছরের সেপ্টেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত ১ম কিস্তির বরাদ্দ ৩৭১ কোটি টাকা ছাড় করা হয়েছে। ছাড়কৃত অর্থ G2P-তে ভাতাভোগীর নিকট বিতরণ চলমান রয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে সর্বাধিক দরিদ্রপ্রবণ ১৫০টি উপজেলায় বিদ্যমান নীতিমালা অনুযায়ী সকল বয়স্ক ব্যক্তিকে 'বয়স্ক ভাতা'র আওতায় এবং সকল বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলাকে 'বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা'র আওতায় আনা হয়েছে।

**মাননীয় স্পিকার**

২৬। বাংলাদেশের অর্থনীতি বর্তমানে রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘাতের কারণে সৃষ্ট বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংকট মোকাবেলা করছে। কোভিড-১৯ অতিমারির প্রাদুর্ভাব সাফল্যের সাথে মোকাবেলা করে বিগত দিনে যেভাবে আমরা অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার সাধন করেছি বর্তমান সংকটও একইভাবে মোকাবেলা করে আমরা সামনে এগিয়ে যাব বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। এ সরকারের কান্ডারী হিসেবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুযোগ্য নেতৃত্বের প্রতি পরিপূর্ণ আস্থা রেখে আমরা ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত ও সমৃদ্ধশালী দেশে রুপান্তরের লক্ষ্য পূরণে এগিয়ে যেতে চাই। বর্তমান অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে অর্থনীতির খাতভিত্তিক অগ্রগতির যে চিত্র এতক্ষণ তুলে ধরা হলো তাতে আশাবাদী হওয়ার পূর্ণ সুযোগ রয়েছে। যেমন, বিগত অর্থবছরের জুলাই-সেপ্টেম্বর প্রান্তিকের তুলনায় এই প্রান্তিকে রাজস্ব আয়ে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ও সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। রপ্তানি আয়ে প্রবৃদ্ধি হয়েছে, অন্যদিকে সরকারি প্রচেষ্টার কারণে আমদানি ব্যয়ের প্রবৃদ্ধি কিছুটা কমেছে। চলমান মেগা প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নে অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়েছে। বিশেষকরে, ডিসেম্বর ২০২২-তে ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড (ডিএমটিসিএল) এর আওতায় বাংলাদেশের প্রথম উড়াল মেট্রোরেল (এমআরটি লাইন-৬) এর ঐতিহাসিক যাত্রা শুরু হয়েছে। শীঘ্রই আরও একটি মেগা প্রকল্প বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল দিয়ে যান চলাচল শুরু হতে যাচ্ছে।

**মাননীয় স্পিকার**

২৭। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে খাদ্যপণ্য ও জালানির মূল্য বৃদ্ধির কারণে বিশ্বব্যাপী যে মূল্যস্ফীতি দেখা দিয়েছে তার প্রভাবে বাংলাদেশেও মূল্যস্ফীতি লক্ষ্যনীয়। অধিকন্তু, সম্প্রতি কয়েক মাসে মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার মূল্যমান কমে যাওয়ার কারণে আমদানি ব্যয় বেড়ে গিয়ে দেশের অভ্যন্তরে মূল্যস্ফীতি দেখা দিয়েছে। তবে, সরকারের সময়োপযোগী পদক্ষেপের কারণে সার্বিক পরিস্থিতি

নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হয়েছে। চলতি অর্থবছর আমাদের সরকারের একটানা তৃতীয় মেয়াদের চতুর্থ বছর। আমি আস্থার সাথে বলতে পারি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্ব এবং সঠিক উন্নয়ন পরিকল্পনা, সুদূরপ্রসারি কৌশল ও ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে আমরা আমাদের অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাবো। আমরা আমাদের নির্বাচনী ইশতেহার, ২০১৮-এ বর্ণিত প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন, অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও ২য় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-২০৪১) বাস্তবায়ন এবং টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ও বাংলাদেশ বদ্বীপ পরিকল্পনার লক্ষ্যসমূহ অর্জনের প্রয়াস অব্যাহত রেখেছি।

২৮। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের 'সোনার বাংলা' গড়ে তোলার প্রয়োজনীয় ভিত্তি বিনির্মাণে আমরা সক্ষম হয়েছি। একজন অত্যন্ত আশাবাদী মানুষ হিসেবে বলতে চাই, আমাদের অর্থনীতির অন্তর্নিহিত শক্তি, বিভিন্ন বৈশ্বিক ও অভ্যন্তরীণ অভিঘাতের পরিপ্রেক্ষিতে সরকারের সুচিন্তিত বাস্তবমুখী পদক্ষেপ এবং সর্বোপরি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুযোগ্য নেতৃত্ব ও সুচারু নির্দেশনায় অর্থনীতির প্রত্যাশিত লক্ষ্য অর্জনের মাধ্যমে আমরা জাতির পিতার স্বপ্ন বাস্তবায়নে সক্ষম হবো ইনশাআল্লাহ।

**খোদা হাফেজ**

**জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।**

**বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।**

# পরিশিষ্ট

# ২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকের বাজেট বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

## ক. রাজস্ব পরিস্থিতি

### ক.১ রাজস্ব আহরণ

**সারণি ১: রাজস্ব আহরণ পরিস্থিতি**

(সংখ্যাসমূহ কোটি টাকায়)

| খাত | ২০২১-২২ | | ২০২২-২৩ | জুলাই-সেপ্টেম্বর সময়ে আয় | | ২০২২-২৩ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় অর্জন (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | সংশোধিত বাজেট | প্রকৃত | বাজেট | ২০২১-২২ | ২০২২-২৩ | |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
| মোট রাজস্ব | ৩৮৯,০০০ | ৩৩৭,৮০৩ | ৪৩৩,০০৩ | ৭২,৭৮২ | ৮৩,৫৩৪ | ১৯.৩ |
| | [৯.৮] | [৮.৫] | [৯.৭] | (৯.৬) | (১৪.৮) | - |
| কর রাজস্ব | ৩৪৬,০০৩ | ৩০১,৫২৭ | ৩৮৮,০০২ | ৬৩,৫৩২ | ৭৩,২১৬ | ১৮.৯ |
| | [৮.৭] | [৭.৬] | [৮.৭] | (২৩.৭) | (১৫.২) | - |
| এনবিআর | ৩৩০,০০০ | ২৯৪,৮২২ | ৩৭০,০০০ | ৬২,২৭৪ | ৭১,৩৯৬ | ১৯.৩ |
| | [৮.৩] | [৭.৪] | [৮.৩] | (২৪.৭) | (১৪.৬) | - |
| এনবিআর বহির্ভূত | ১৬,০০০ | ৬,৭০৫ | ১৭,৯৯৯ | ১,২৫৭ | ১,৮২০ | ১০.১ |
| | [০.৪] | [০.২] | [০.৪] | (-৯.৫) | (৪৪.৭) | - |
| কর বহির্ভূত রাজস্ব | ৪৩,০০০ | ৩৬,২৭৬ | ৪৫,০০৪ | ৯,২৫০ | ১০,৩১৯ | ২২.৯ |
| | [১.১] | [০.৯] | [১.০] | (-৩৮.৫) | (১১.৬) | - |

উৎস: সিজিএ/আইবাস, অর্থ বিভাগ।

নোটঃ বন্ধনীর [ ] মাঝের সংখ্যা জিডিপি'র শতাংশ হিসেবে দেখানো হয়েছে।

বন্ধনীর () মাঝের সংখ্যা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় শতকরা হ্রাস/ বৃদ্ধি দেখানো হয়েছে।

- ২০২১-২২ অর্থবছরে রাজস্ব আহরিত হয়েছে ৩৩৭,৮০৩ কোটি টাকা, যা সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রার প্রায় ৮৬.৮৪ শতাংশ;
- চলতি ২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে রাজস্ব আহরণের পরিমাণ ৮৩,৫৩৪ কোটি টাকা, যা বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রার ১৯.৩ শতাংশ;
- ২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে এনবিআর-কর রাজস্ব আয়ের প্রবৃদ্ধি ১৪.৬ শতাংশ; এ সময়ে এনবিআর-বহির্ভূত কর রাজস্ব আহরণ প্রবৃদ্ধি ৪৪.৭ শতাংশ;
- চলতি অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে কর-বহির্ভূত রাজস্ব আহরণের পরিমাণ ১০,৩১৯ কোটি টাকা, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ১১.৬ শতাংশ বেশি।

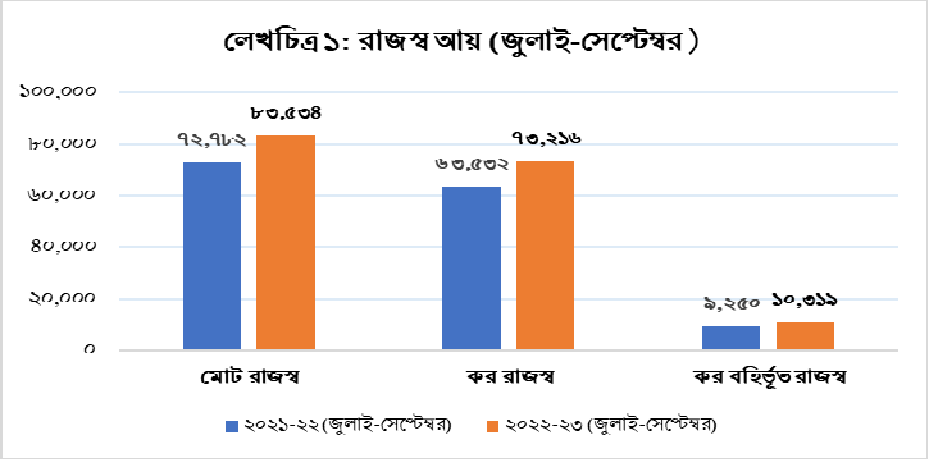


## ক.২ এনবিআর কর রাজস্ব আহরণ

### সারণি ২: এনবিআর কর রাজস্ব আহরণ পরিস্থিতি

(কোটি টাকায়)

| খাত | ২০২১-২২ (প্রকৃত) | জুলাই-সেপ্টেম্বর (প্রকৃত) | | জুলাই- সেপ্টেম্বর সময়ে প্রবৃদ্ধি (%) |
|---|---|---|---|---|
| | | ২০২১-২২ | ২০২২-২৩ | ২০২২-২৩ |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ |
| আয় ও মুনাফার ওপর কর | ৯১,৯৬৭ | ১৭,৬১৩ | ২১,২১৯ | ২০.৫ |
| মূল্য সংযোজন কর | ১২০,৫৩৪ | ২৫,৯২৩ | ২৯,৬৬১ | ১৪.৪ |
| সম্পূরক শুল্ক | ৪২,৪৪১ | ৮,৮৭৯ | ১০,০০৫ | ১২.৭ |
| আমদানি শুল্ক | ৩৫,৬৭০ | ৯,৫৫৮ | ৯,৮১২ | ২.৭ |
| রপ্তানি শুল্ক | ১ | ১ | ৩ | ২৫১.৪ |
| আবগারি শুল্ক | ৩,১০৭ | ১৫৪ | ৩৫৬ | ১৩১.৬ |
| অন্যান্য কর ও শুল্ক | ১,১০৩ | ১৪৭ | ৩৪১ | ১৩২.২ |
| মোট | ২৯৪,৮২২ | ৬২,২৭৪ | ৭১,৩৯৬ | ১৪.৬ |

উৎসঃ আইবাস, অর্থ বিভাগ।

- ২০২১-২২ অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকের তুলনায় চলতি ২০২২-২৩ অর্থবছরে জুলাই-সেপ্টেম্বর সময়ে এনবিআর-কর রাজস্ব আদায়ের প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১৪.৬ শতাংশ।

লেখচিত্র ২: ২০২২-২৩অর্থবছরের জুলাই-সেপ্টেম্বর সময়েআহরিত এনবিআর রাজস্বে বিভিন্ন খাতের অবদান

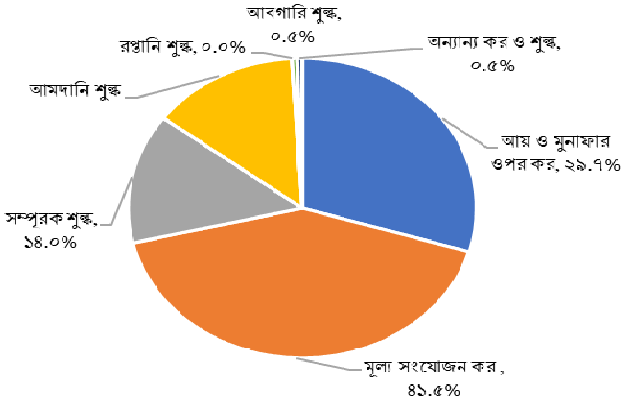


## ক.৩ এনবিআর কর রাজস্ব আহরণ

### সারণি ৩: এনবিআর কর রাজস্ব আহরণ পরিস্থিতি

(সংখ্যাসমূহ কোটি টাকায়)

| খাত | ২০২২-২৩ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা | সেপ্টেম্বর ২০২১ পর্যন্ত আহরণ | সেপ্টেম্বর ২০২২ পর্যন্ত আহরণ | ২০২২-২৩ | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | সেপ্টেম্বর, ২১ পর্যন্ত আহরণের উপর সেপ্টেম্বর, ২২ পর্যন্ত আহরণের প্রবৃদ্ধি (%) | বাজেটের তুলনায় অর্জন (%) |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
| আমদানি শুল্ক | ৪৩,৯৯৪ | ৭,৭২০ | ৯,০৫০ | ১৭.২৩ | ২০.৫৭ |
| ভ্যাট (আমদানি পর্যায়ে) | ৫২,৫২৯ | ৯,৫৩৪ | ১০,৯০৯ | ১৪.৪২ | ২০.৭৭ |
| সম্পূরক শুল্ক (আমদানি পর্যায়ে) | ১৪,৪১৩ | ২,০১২ | ২,৪৯৩ | ২৩.৯০ | ১৭.৩ |
| রপ্তানি শুল্ক | ৬৩ | .৬৭ | ২.৫১ | ২৭৪.৬ | ৩.৯৮ |
| **উপমোট** | ১১১,০০০ | ১৯,২৬৭ | ২২,৪৫৫ | ১৬.৫৫ | ২০.২৩ |
| আবগারি শুল্ক | ৩,৯৪১ | ১৫৯ | ৩৮৩ | ১৪১.৩০ | ৯.৭২ |
| ভ্যাট (স্থানীয় পর্যায়ে) | ৯৩.৬৯৬ | ১৪,৪৯২ | ১৬,৯৩৪ | ১৬.৮৫ | ১৮০৭৩ |
| সম্পূরক শুল্ক (স্থানীয় পর্যায়ে) | ৩৯,২৬২ | ৬,২৮১ | ৭,০৩০ | ১১.৯৩ | ১৭.৯১ |
| টার্ন ওভার ট্যাক্স | ১ | .২০ | .১০ | -৫১.৪০ | ১০ |
| অন্যান্য (স্থানীয় পর্যায়ে) | ০.০০ | ১৬২ | ২০০ | ২২.৯৮ | - |
| **উপমোট-** | ১৩৬,৯০০ | ২১,০৯৪ | ২৪,৫৪৬ | ১৬.৩৭ | ১৭.৯৩ |
| আয়কর | ১২১,০৯৪ | ১৭,৫৮৫ | ১৯,৮০৮ | ১২.৬৫ | ১৬.৩৬ |
| ভ্রমণ কর | ১,০০৬ | ৭৮ | ৩১৫ | ৩০৩.২৩ | ৩১.৩১ |
| **প্রত্যক্ষ কর হতে মোট আয়** | ১২২,১০০ | ১৭,৬৬৩ | ২০,১২৩ | ১৩.৯৩ | ১৬.৪৮ |
| **সর্বমোট** | ৩৭০,০০০ | ৫৮,০২৪ | ৬৭,১২৪ | ১৫.৬৮ | ১৮.১৪ |

উৎসঃ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

- জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর হিসাবমতে চলতি অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রার প্রায় ১৮.১৪ শতাংশ কর আদায় হয়েছে।
- রাজস্ব প্রদান পদ্ধতির অটোমেশনের কারণে কিছু রাজস্ব আদায় তথ্যে আইবাস ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের তথ্যের মধ্যে কিছুটা ভিন্নতা রয়েছে।

## খ.১ সরকারি ব্যয়

### সারণি ৪: সরকারি ব্যয় পরিস্থিতি

(সংখ্যাসমূহ কোটি টাকায়)

| খাত | ২০২১-২২ | ২০২১-২২ | ২০২২-২৩ | জুলাই-সেপ্টেম্বর সময়ে প্রকৃত ব্যয় | | ২০২২-২৩ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় অর্জন |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | সংশোধিত বাজেট | প্রকৃত ব্যয় | বাজেট | ২০২১-২২ | ২০২২-২৩ | |
| মোট ব্যয় | ৫৯৩৪৯৯<br>।১৪.৯৩। | ৫২১৩৭৭<br>।১৩.১১। | ৬৭৮০৬৪<br>।১৫.২৪। | ৭১৮৫২<br>(৫.৫৬) | ৭৫৫৩৭<br>(৫.১৩) | ১১.১৪ |
| পরিচালনসহ অন্যান্য ব্যয় | ৩৮৩৫২২<br>।৯.৬৪। | ৩২৮০৯৮<br>।৮.২৫। | ৪৩১৯৯৮<br>।৯.৭১। | ৫৯২৩০<br>(১৬.৩২) | ৬৩২৫১<br>(৬.৭৯) | ১৪.৬৪ |
| এডিপি ব্যয় | ২০৯৯৭৭<br>।৫.২৮। | ১৯৩২৭৯<br>।৪.৮৬। | ২৪৬০৬৬<br>।৫.৫৩। | ১২৬২১<br>(-২৬.৩৯) | ১২২৮৫<br>(-২.৬৬) | ৪.৯৯ |

উৎসঃ আইবাস++, অর্থ বিভাগ

নোটঃ বন্ধনীর | | মাঝের সংখ্যা জিডিপি'র (১৫-১৬ অর্থবছরকে ভিত্তিবছর ধরে) শতাংশ হিসেবে দেখানো হয়েছে

বন্ধনীর () মাঝের সংখ্যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় শতকরা হ্রাস/ বৃদ্ধি দেখানো হয়েছে।

- গত ২০২১-২২ অর্থবছরে মোট ব্যয় হয়েছে ৫,২১,৩৭৭কোটি টাকা যা সংশোধিত বাজেটের প্রায় ৮৭.৮৫ শতাংশ;
- চলতি ২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে পরিচালন ব্যয়সহ অন্যান্য ব্যয় মোট বরাদ্দের ১৪.৬৪ শতাংশ; এক্ষেত্রে ব্যয় গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৬.৭৯ শতাংশ বেড়েছে;
- চলতি অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিক পর্যন্ত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি খাতে মোট বরাদ্দের ৪.৯৯ শতাংশ ব্যয় হয়েছে। এই ব্যয় গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ২.৬৬ শতাংশ কম।

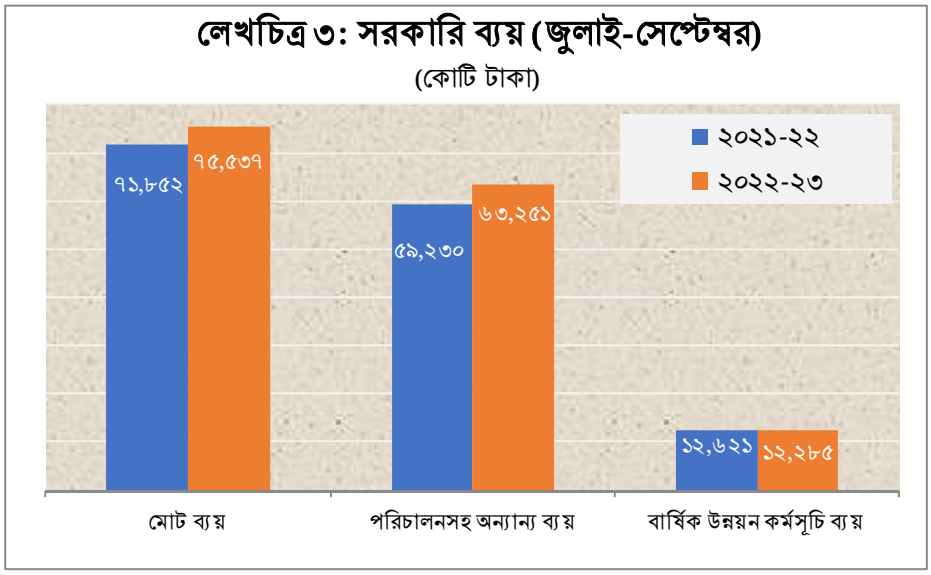

## খ.২ ১০টি বৃহৎ মন্ত্রণালয়ের বাজেট ব্যয়

### সারণি ৫: ১০টি বৃহৎ মন্ত্রণালয়ের বাজেট ব্যয় পরিস্থিতি

(সংখ্যাসমূহ কোটি টাকায়)

| মন্ত্রণালয়/বিভাগ | ২০২১-২২ | | ২০২২-২৩ বাজেট | জুলাই-সেপ্টেম্বর সময়কালে ব্যয় | | | ২০২২-২৩ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় অর্জন (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | সংশোধিত বাজেট | প্রকৃত ব্যয় | | ২০২১-২২ | ২০২২-২৩ | প্রবৃদ্ধি (%) | |
| স্থানীয় সরকার বিভাগ | ৩৯৬০৯ | ৩৩৭৩৯ | ৪১৭০৭ | ২৭৮১ | ২৮৮০ | ৩.৫৬ | ৬.৯১ |
| প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় | ৩৫১৫৫ | ৩২৬৬৯ | ৩৮০৪১ | ৪৯৮৬ | ৩৬৮২ | -২৬.১৫ | ৯.৬৮ |
| সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ | ৩২৯৯৭ | ২৯৮৫১ | ৩৬৬৪৬ | ১৯৭৩ | ১৭২৩ | -১২.৬৭ | ৪.৭০ |
| মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ | ৩২৪১০ | ২৮৯৭০ | ৩৯৯৬০ | ৪৮৭১ | ৫৩৩৭ | ৯.৫৭ | ১৩.৩৬ |
| প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় | ২৮২২১ | ২৩৪৬২ | ৩১৭৬০ | ৪৩৯৭ | ৩৬৪২ | -১৭.১৭ | ১১.৪৭ |
| স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ | ২৬১৬৪ | ২০৫০৫ | ২৯২৮১ | ২০৩৯ | ২০৭১ | ১.৫৭ | ৭.০৭ |
| জননিরাপত্তা বিভাগ | ২৩২৬০ | ২১৪৪৭ | ২৪৫৯৩ | ৪১৩৩ | ৩৮২০ | -৭.৫৭ | ১৫.৫৩ |
| বিদ্যুৎ বিভাগ | ২২৮৭৪ | ২৫২৮২ | ২৪১৯৫ | ১৬৯৯ | ৯৫০ | -৪৪.০৮ | ৩.৯৩ |
| কৃষি মন্ত্রণালয় | ১৮৯৩৯ | ২১৩২৪ | ২৪২১৯ | ৯৮৭ | ৩৮০৯ | ২৮৫.৯২ | ১৫.৭৩ |
| বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় | ১৬৪৫৭ | ১৫০৭০ | ১৬৬১৩ | ৮৭৭ | ৪৬৮ | -৪৬.৬৪ | ২.৮২ |
| মোট (১০টি বৃহৎ মন্ত্রণালয়) | ২৭৬০৮৬ | ২৫২৩১৯ | ৩০৭০১৫ | ২৮৭৪৩ | ২৮৩৮২ | -১.২৬ | ৯.২৪ |
| অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ | ৩১২৪৮৫ | ২৬৮৬৩৭ | ৩৬৪০০৮ | ৪০৪৬৭ | ৪৩৮০১ | ৮.২৪ | ১২.০৩ |
| সর্বমোট | ৫৮৮৫৭১ | ৫২০৯৫৬ | ৬৭১০২৩ | ৬৯২১০ | ৭২১৮৩ | ৪.৩০ | ১০.৭৬ |

উৎসঃ আইবাস++, অর্থ বিভাগ

নোটঃ এই সারণীতে সুদ বাবদ পরিশোধ, ঋণ ও অগ্রীম, খাদ্য হিসাব এবং এডিপি বহির্ভূত কর্মসংস্থানমূলক কর্মসূচী ব্যতীত মোট বাজেট হিসাব করা হয়েছে।

- ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১০টি মন্ত্রণালয়ের বিপরীতে বরাদ্দ হলো মোট বাজেটের ৪৬.৯১ শতাংশ; অন্যান্য মন্ত্রণালয়/ বিভাগের বিপরীতে বরাদ্দ মোট বাজেটের ৫৩.০৯ শতাংশ;
- ২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে ১০টি বৃহৎ মন্ত্রণালয়ের ব্যয় বরাদ্দের ৯.২৪ শতাংশ; অন্যান্য মন্ত্রণালয়/ বিভাগের ব্যয় ১২.০৩ শতাংশ; মোট ব্যয় বাজেটের ১০.৭৬ শতাংশ;
- সার্বিকভাবে চলতি অর্থবছরের প্রথম তিন মাসে মোট ব্যয় বিগত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৪.৩০ শতাংশ বেড়েছে।

## খ.৩ ১০টি বৃহৎ মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন পরিস্থিতি

### সারণি ৬: ১০টি বৃহৎ মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন পরিস্থিতি

(সংখ্যাসমূহ কোটি টাকায়)

| | ২০২১-২২ অর্থবছর | | জুলাই-সেপ্টেম্বর সময়ে ব্যয় | | | ২০২২-২৩ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| মন্ত্রণালয়/বিভাগ | বরাদ্দ | প্রকল্প সংখ্যা | ২০২১-২২ | ২০২২-২৩ | প্রবৃদ্ধি (%) | বরাদ্দের তুলনায় অর্জন (%) |
| | | | | | | |
| স্থানীয় সরকার বিভাগ | ৩৫০৩০ | ২১২ | ৩৩৭৭ | ৩৫২২ | ৪.৩ | ১০.১ |
| বিদ্যুৎ বিভাগ | ২৭৪৫৪ | ৬২ | ২৫০৫ | ৩৭৯০ | ৫১.৩ | ১৩.৮ |
| সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ | ৩০৯৯৬ | ১৫৫ | ২৪৪৬ | ২৩৭৬ | -২.৯ | ৭.৭ |
| বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় | ১৫৮৫৭ | ২৫ | ১১১২ | ১৯০৫ | ৭১.৩ | ১২.০ |
| রেলপথ মন্ত্রণালয় | ১৪৮৮৬ | ৩৫ | ১৭৫৪ | ১৭৭৫ | ১.২ | ১১.৯ |
| স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ | ১৫৭৭৯ | ৪২ | ৩০৩ | ৫৭৪ | ৮৯.৪ | ৩.৬ |
| মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ | ১৩৮৭৩ | ৬৯ | ১১০৪ | ৮৯৭ | -১৮.৮ | ৬.৫ |
| সেতু বিভাগ | ৮৯৯৫ | ৮ | ৮৬৪ | ১১৩৫ | ৩১.৪ | ১২.৬ |
| প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় | ১১৫৪১ | ৯৬ | ৬৭৮ | ৪৫৬ | -৩২.৭ | ৪.০ |
| নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় | ৬৮৯৩ | ৩৫ | ২৪৬ | ২২২ | -৯.৮ | ৩.২ |
| মোট (১০টি বৃহৎ মন্ত্রণালয়) | ১৮১৩০৪ | ৭৩৯ | ১৪৩৮৯ | ১৬৬৫২ | ১৫.৭ | ৯.২ |
| অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ | ৭৪৬৯৯ | ৭৫৭ | ৫১৭০ | ৫২৪৪ | ১.৪ | ৭.০ |
| সর্বমোট ব্যয় | ২৫৬০০৩ | ১৪৯৬ | ১৯৫৫৯ | ২১৮৯৬ | ১১.৯ | ৮.৬ |

উৎসঃ আইএমইডি

নোটঃ এই সারণীতে মন্ত্রণালয়/বিভাগের 'নিজস্ব অর্থায়ন' ব্যতীত বরাদ্দ/ব্যয় দেখানো হয়েছে

আইএমইডি'র হিসাব অনুযায়ী-

- ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১০টি বৃহৎ মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির ৭০.৮ শতাংশ বরাদ্দ করা হয়েছে; অন্যান্য বিভাগ ও মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে বরাদ্দ করা হয়েছে ২৯.২ শতাংশ;
- প্রথম প্রান্তিকে ১০টি মন্ত্রণালয়ের ব্যয় হয়েছে বার্ষিক বরাদ্দের ৯.২ শতাংশ; অন্যান্য বিভাগ ও মন্ত্রণালয়ের ব্যয় হয়েছে বার্ষিক বরাদ্দের ৮.৬ শতাংশ;
- সার্বিকভাবে চলতি অর্থবছরের প্রথম তিন মাসে মোট বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ব্যয় বিগত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ১১.৯ শতাংশ বেড়েছে।

# গ. বাজেট ভারসাম্য ও অর্থায়ন

## গ.১ বাজেট ভারসাম্য ও অর্থায়ন

### সারণি ৭: বাজেট ভারসাম্য ও অর্থায়ন

(সংখ্যাসমূহ কোটি টাকায়)

| খাত | ২০২১-২২ | | ২০২২-২৩ | জুলাই-সেপ্টেম্বর (প্রকৃত) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | সংশোধিত বাজেট | প্রকৃত | বাজেট | ২০২১-২২ | ২০২২-২৩ |
| বাজেট ভারসাম্য (অনুদান ছাড়া) | -২০৪,৪৯৯ ।-৫.১৪। | -১৮৩,৫৭৪ ।-৪.৬২। | -২৪৫,০৬১ ।-৫.৫১। | ৯৫১ ।০.০২। | ৮,১৫৫ ।০.১৮। |
| **অর্থায়ন** | ২০১,৩০৮ ।৫.০৬। | ১৮২,৯২৬ ।৪.৬০। | ২৪৫,০৬৪ ।৫.৫১। | -৯৫৩ ।-০.০২। | -৮,২৯২ ।-০.১৯। |
| বৈদেশিক | ৮০,২১২ ।২.০২। | ৭০,৭৪০ ।১.৭৮। | ৯৮,৭২৯ ।২.২২। | -৬৮১ ।-০.০২। | ১,৬৭৯ ।০.০৪। |
| অভ্যন্তরীণ | ১২৪,২৮৮ ।৩.১৩। | ১১২,১৮৬ ।২.৮২। | ১৪৬,৩৩৫ ।৩.২৯। | -২৭৩ ।-০.০১। | -৯,৯৭১ ।-০.২২। |
| ব্যাংক | ৮৭,২৮৭ ।২.২০। | ৭৫,৫৩৩ ।১.৯০। | ১,০৬,৩৩৪ ।২.৩৯। | ১৪,৪৮৩ ।০.৩৬। | ৬,৫৫০ ।০.১৫। |
| ব্যাংক বহির্ভূত | ৩৭,০০১ ।০.৯৩। | ৩৬,৬৫৪ ।০.৯২। | ৪০,০০১ ।০.৯০। | -১৪,৭৫৫ ।-০.৩৭। | -১৬,৫২১ ।-০.৩৭। |

উৎসঃ আইবাস++, অর্থ বিভাগ
নোটঃ বন্ধনীর ।। মাঝের সংখ্যা জিডিপি'র শতাংশ হিসেবে দেখানো হয়েছে।

- ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেটে অনুদান ব্যতীত মোট ঘাটতি প্রাক্কলন করা হয়েছে ২ লক্ষ ৪৫ হাজার ৬১ কোটি টাকা যা উক্ত অর্থবছরের অনুমিত জিডিপি'র ৫.৫১ শতাংশ;
- ব্যাংক উৎস হতে নিট অর্থায়ন প্রাক্কলন করা হয়েছে ১ লক্ষ ০৬ হাজার ৩৩৫ কোটি টাকা যা অনুমিত জিডিপি'র ২.৩৯ শতাংশ;
- চলতি অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে (জুলাই-সেপ্টেম্বর) বাজেট উদ্বৃত্ত হয়েছে ৮ হাজার ১৫৫ কোটি টাকা; বিগত অর্থবছরে একই সময়ে উদ্বৃত্ত ছিল ৯৫১ কোটি টাকা।

## গ.২ বৈদেশিক সহায়তা পরিস্থিতি

### সারণি-৮: বৈদেশিক সহায়তা পরিস্থিতি

(সংখ্যাসমূহ কোটি টাকায়)

| খাত | ২০২১-২২ | | ২০২২-২৩ | জুলাই-সেপ্টেম্বর (প্রকৃত) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | সংশোধিত বাজেট | প্রকৃত | বাজেট | ২০২১-২২ | ২০২২-২৩ |
| নিট অর্থায়ন (বৈদেশিক) | ৮০২১২ | ৭০,৭৪০ | ৯৮,৭২৯ | -৬৮১ | ১,৬৭৯ |
| ঋণ | ৯১,৮১২ | ৮১,৬৬৮ | ১১২,৪৫৮ | ২,৯৪৩ | ৫,১২১ |
| অনুদান | ৩১৯২ | ২,৩৭৩ | ৩,২৭১ | ০ | ০ |
| ঋণ পরিশোধ | -১৪,৭৯২ | -১৩,৩০২ | -১৭,০০০ | -৩,৬২৪ | -৩,৪৪৩ |

উৎস: আইবাস++, অর্থ বিভাগ

- ২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রথম তিন মাসে বৈদেশিক উৎস হতে নিট ঘটতি অর্থায়ন দাঁড়িয়েছে ১ হাজার ৬৭৯ কোটি টাকা যেখানে গত অর্থবছরের একই সময়ে নীট উদ্বৃত্ত ছিল ৬৮১ কোটি টাকা।
- একইভাবে চলতি অর্থবছরের প্রথমার্ধে বৈদেশিক উৎস হতে মোট ঋণ গ্রহণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৫ হাজার ১২১ কোটি টাকা যা গত অর্থবছরের একই সময়ে ছিল ২ হাজার ৯৪৩ কোটি টাকা।

## ঘ. মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি

### ঘ.১ মুদ্রা ও ঋণ প্রবাহ

**সারণি ৯: মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি**

(মেয়াদ শেষে বছরভিত্তিক শতকরা পরিবর্তন)

| খাত | জুন ২০২১ | | জুন ২০২২ | | সেপ্টেম্বর ২০২২ | মুদ্রানীতি বিবৃতির লক্ষ্যমাত্রা | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | লক্ষ্যমাত্রা | অর্জন | লক্ষ্যমাত্রা | অর্জন | | ডিসেম্বর ২০২২ | জুন ২০২৩ |
| **ব্যাপক মুদ্রা সরবরাহ** | ১৫.৬ | ১৩.৬ | ১৫.০ | ৯.৪ | ৮.৬ | ১০.০ | ১২.১ |
| নিট বৈদেশিক সম্পদ | ৫.৮ | ২৮.৬ | ১০.৪ | -৪.৭ | -১১.২ | -১০.৭ | -২.১ |
| নিট অভ্যন্তরীণ সম্পদ | ১৮.৩ | ৯.৫ | ১৬.৫ | ১৪.০ | ১৪.৮ | ১৬.৭ | ১৬.০ |
| **অভ্যন্তরীণ ঋণ** | ১৯.৩ | ১০.১ | ১৭.৮ | ১৬.১ | ১৬.৪ | ১৬.৭ | ১৮.২ |
| সরকারি খাত | ৪৪.৪ | ১৯.৩ | ৩২.৬ | ২৭.৭ | ২৮.১ | ৩২.৩ | ৩৬.৩ |
| বেসরকারি খাত | ১৪.৮ | ৮.৪ | ১৪.৮ | ১৩.৭ | ১৩.৯ | ১৩.৬ | ১৪.১ |
| **রিজার্ভ মুদ্রা** | ১৩.৫ | ২২.৪ | ১০.০ | -০.৩ | ৫.২ | ৯.০ | ৯.০ |

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক

### ঘ.২ সুদের হার

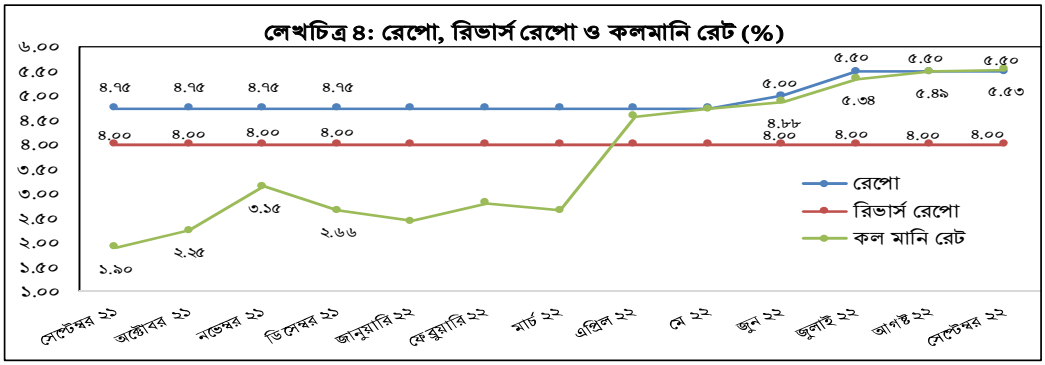


উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক

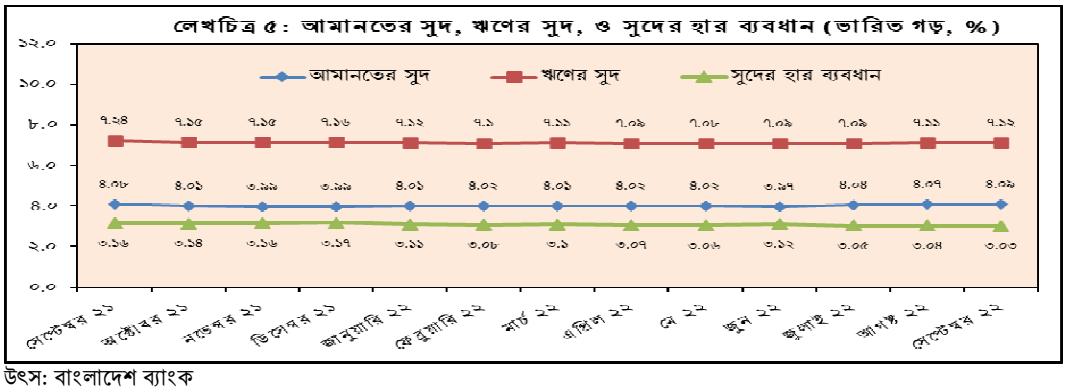


উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক

## ৬. বৈদেশিক খাত

### ৬.১ আমদানি, রপ্তানি ও প্রবাস আয়

**সারণি ১০: আমদানি, রপ্তানি ও প্রবাস আয় পরিস্থিতি**

| খাত | ২০২১-২২ | জুলাই-সেপ্টেম্বর | |
|---|---|---|---|
| | | ২০২১-২২ | ২০২২-২৩ |
| রপ্তানি (মিলিয়ন মার্কিন ডলার) | ৫২০৮২.৬৬ | ১১০২১.৯৫ | ১২৪৯৬.৮৯ |
| **প্রবৃদ্ধি (%)** | ৩৪.৩৮ | ১১.৩৭ | ১৩.৩৮ |
| আমদানি (মিলিয়ন মার্কিন ডলার) | ৮৯১৬২ | ১৮৭২০.৪০ | ২০৯০৫.৩০ |
| **প্রবৃদ্ধি (%)** | ৩৫.৯৩ | ৪৭.৫৬ | ১১.৬৭ |
| প্রবাস আয় (মিলিয়ন মার্কিন ডলার) | ২১০৩১.৬৮ | ৫৪০৮.৩০ | ৫৬৭২.৭৪ |
| **প্রবৃদ্ধি (%)** | -১৫.১২ | -১৯.৪৪ | ৪.৮৯ |

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক ও রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো; (প্রবৃদ্ধি: পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায়)

### ৬.২ বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ

**সারণি ১১: বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ পরিস্থিতি**

| খাত | ৩০ জুন ২০২১ | ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২১ | ৩০ জুন ২০২২ | ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২২ |
|---|---|---|---|---|
| বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ (মি. মার্কিন ডলার) | ৪৬৩৯১.৪৪ | ৪৬১৯৯.৮০ | ৪১৮২৬.৭৩ | ৩৬৪৭৬.৪১ |
| আমদানি মাস হিসেবে | ৮.১০ | ৭.৮০ | ৫.৪১ | ৪.৫৩ |

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক

### ৬.৩ লেখচিত্র ৬: মুদ্রা বিনিময় হার (টাকা /ইউএসডি)

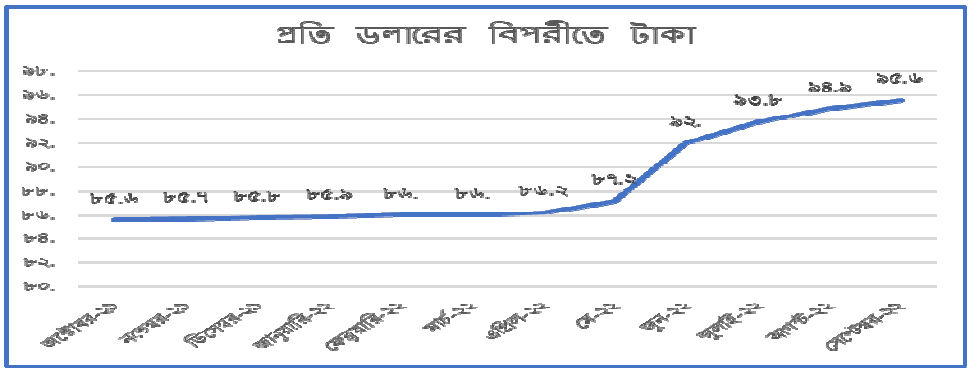


উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক

# চ. মূল্যস্ফীতি

## চ.১ মূল্যস্ফীতির গতিধারা

**সারণি ১২: মূল্যস্ফীতির গতিধারা (ভিত্তি বছর ২০০৫-০৬)**
**(পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট)**

| মূল্যস্ফীতি (%) | ২০২১-২২ | | | | ২০২২-২৩ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | জুলাই | আগস্ট | সেপ্টেম্বর | প্রান্তিক শেষে বার মাসের গড় | জুলাই | আগস্ট | সেপ্টেম্বর | প্রান্তিক শেষে বার মাসের গড় |
| সাধারণ | ৫.৩৬ | ৫.০৮ | ৫.৮০ | ৫.৫০ | ৭.৪৮ | ৮.১৯ | ৬.৩৯ | ৬.৯৬ |
| খাদ্য | ৫.৫৪ | ৫.১৬ | ৬.১৩ | ৫.৪৯ | ৯.৫২ | ৯.৯৪ | ৮.৮৫ | ৭.০৪ |
| খাদ্য-বহির্ভূত | ৫.৫৯ | ৫.২১ | ৬.১৯ | ৫.৫১ | ৯.১০ | ৯.০৮ | ৯.১৩ | ৬.৮৪ |

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক

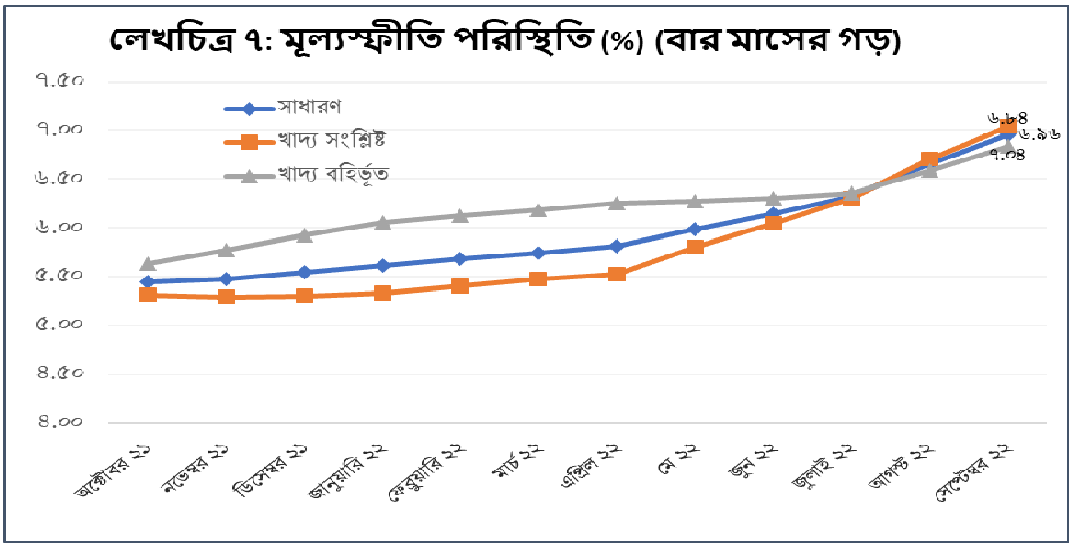


উৎস: বিবিএস



বাঃসঃমুঃ-২০২২-২৩/৪৫৭১ কম-এ(৫)—৬০০ বই, ২০২৩।